শিল্পবার্তা

বর্ষ ২
সংখ্যা ৪
২৫ আশ্বিন ১৪২০
১০ অক্টোবর ২০১৩

শিল্প বিনিয়োগ মিউচুয়াল ফান্ডের রোড শো ও উদ্যোক্তা নির্বাচন সভায় শিল্পমন্ত্রী দিলীপ বড়ুয়া

শিল্প বিনিয়োগ মিউচুয়াল ফাণ্ড

গত ৮ জুলাই ২০১৩ রূপসী বাংলা হোটেলে অনুষ্ঠিত হলো শিল্প বিনিয়োগ মিউচুয়াল ফাণ্ডের রোড শো ও উদ্যোক্তা নির্বাচন সভা। শিল্পমন্ত্রীর সভাপতিত্বে আয়োজিত এ সভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর ড. আতিয়ার রহমান ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্। অনুষ্ঠানে ড. আতিয়ার রহমান বিনিয়োগ মিউচুয়াল ফাণ্ডের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে সব ধরনের সহায়তা প্রদানের অঙ্গিকার ব্যক্ত করেন।

সভাপতি বলেন, জাতীয় উৎপাদনে শিল্পখাতের অবদান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে পরিকল্পিতভাবে শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা ও প্রতিষ্ঠিত শিল্পকারখানা দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনার পাশাপাশি এ খাতে বিদ্যমান সমস্যাসমূহের দ্রুত সমাধান একান্ত জরুরি। অনুষ্ঠানে শিল্প সচিব বলেন, মিউচুয়াল ফাণ্ড শিল্প বিনিয়োগের ক্ষেত্র প্রসারিত করবে। ২০ জুন "জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদ" এর সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা প্রদান করেন যে, অবকাঠামোসহ উৎপাদনমুখী বড় বড় সরকারি প্রকল্পগুলোর প্রকল্প ব্যয়কে পরিশোধিত মূলধনে রূপান্তর করে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি গঠন এবং উক্ত কোম্পানির ইস্যুকৃত মূলধনের শতকরা ৫০ বা তারও বেশি

* বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস
পৃষ্ঠা ২

* সম্ভাবনার সকল [illegible]
* রাজশাহীর নারী উদ্যোক্তারা
* সুসংহত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাত
পৃষ্ঠা ৩

* ঘরে ঘরে চাকরি প্রদান
* শক্তিশালী অ্যাক্রেডিটেশন অবকাঠামো গড়ে তোলার তাগিদ
পৃষ্ঠা ৪

* বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক
* ডিএপি সার রপ্তানি
* বাংলাদেশে আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন কর্মসূচি
পৃষ্ঠা ৫

* কারখানা স্থাপনে আগ্রহী সুইস উদ্যোক্তারা
* রপ্তানি ক্ষেত্রে শুল্ক সুবিধা পেতে আবেদন
* রাজস্ব আয় বাড়াতে কর নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ
পৃষ্ঠা ৬

অংশ প্রবাসী বাংলাদেশীদের কাছে শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে একদিকে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা যায়, অন্যদিকে বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রতি বছর মুনাফা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

প্রবাসী বিনিয়োগ মিউচুয়াল ফান্ডের উদ্যোক্তা নির্বাচন সভায় বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান

দেশি বিনিয়োগের পাশাপাশি বিদেশি বিনিয়োগের মাধ্যমে সম্পদভিত্তিক রপ্তানি শিল্প থেকে প্রক্রিয়াভিত্তিক রপ্তানি শিল্পে উত্তরণের জন্য সরকার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রবাসী বাংলাদেশীরা বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা দেশে প্রেরণ করে থাকেন কিন্তু নিরাপদ বিনিয়োগের সুযোগ না থাকায় দেশের শিল্পায়নে কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রার সর্বাধিক সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। প্রবাসী বাংলাদেশীদের অর্জিত অর্থ সফল বিনিয়োগের মাধ্যমে সম্পদের অপর্যাপ্ততা দূরীকরণ, প্রযুক্তি হস্তান্তর, রপ্তানি বাজারে প্রবেশের সুযোগ এবং রপ্তানিমুখী ও দেশীয় বাজারমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রভূত উপকার সাধিত হবে।

প্রাথমিকভাবে প্রস্তাবিত ফান্ডটির নামকরণ করা হয়েছে "আইসিবি এএমসিএল প্রবাসী শিল্প বিনিয়োগ মিউচুয়াল ফান্ড" এবং এর প্রাথমিক পুঁজির পরিমাণ হবে ১২৫০ (সাড়ে বারশ) কোটি টাকা। Open-end Nature এর এই ফান্ডটির উদ্যোক্তা হিসেবে সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান/ব্যাংক/ ইন্সুরেন্স কোম্পানিকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ফান্ডের এ্যাসেট ম্যানেজার হবে আইসিবি। ফান্ডটি বাজারে ছাড়া হলে একদিকে যেমন শিল্প উদ্যোক্তাগণ উপকৃত হবেন, তেমনি অপরদিকে পুঁজি বাজার শক্তিশালী হয়ে দেশের অর্থ বাজারে স্থিতি বজায় রাখতে ব্যাপক অবদান রাখবে। ২০২১ সালে দেশে যে শিল্পখাত গড়ে উঠবে, তাতে মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) শিল্প খাতের অবদান ৪০ শতাংশে এবং এ খাতে মোট কর্মরত শ্রম শক্তির হার ২৫ শতাংশে সহজেই উন্নীত করা যাবে।

দেশের পুঁজি বাজারের ইতিহাসে এই প্রথম সরকারি উদ্যোগে শিল্প বিনিয়োগ মিউচুয়াল ফান্ড বাজারে আসবে বলে আশা করা যায়। শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এ ফান্ড বাজারে ছাড়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলেও ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ ফান্ডটির সার্বিক ব্যবস্থাপনায় থাকবে।

গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ দেশে পরিকল্পিতভাবে শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা ও তা দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা, প্রতিষ্ঠিত শিল্প কারখানাগুলোর বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন, পরামর্শ ও সার্বিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে শিল্পমন্ত্রীর সভাপতিত্বে জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদের নির্বাহি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অতিরিক্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়কে আহবায়ক করে প্রবাসী বাংলাদেশী শিল্প বিনিয়োগ ফান্ড গঠনের রূপরেখা প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি একাধিক বৈঠকে মিলিত হয়ে এ রূপরেখা প্রণয়ন করেছে।

বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস

বিশ্ব মেধাসম্পদ সংস্থা (World Intellectual Property Organization) এর উদ্যোগে প্রতিবছর বাংলাদেশসহ বিশ্বের ১৮৫ টি সদস্য রাষ্ট্রে ২৬ এপ্রিল বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস (WIPO দিবস) উদযাপন করা হয়ে থাকে।

সৃজনশীলতায় নতুন প্রজন্ম শীর্ষক সেমিনারে শিল্প মন্ত্রী দিলীপ বড়ুয়া

২০০১ সাল থেকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর নিয়মিতভাবে FBCCI/ DCCI এর সহযোগিতায় বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস উদযাপন করলেও এবার শিল্প মন্ত্রণালয় এককভাবে বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস উদযাপন করেছে।

সৃজনশীলতায় নতুন প্রজন্ম শীর্ষক সেমিনারে শিল্প সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ

* আন্তঃবাণিজ্যের পরিমাণ ৫০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হবে
* প্রযুক্তিগত সহায়তা দিতে আগ্রহী নেদারল্যান্ড
পৃষ্ঠা ৭

* বিনিয়োগ নীতি
* দুই হাজার নতুন শিল্প উদ্যোক্তা তৈরি
* ঋণ দেবে এসএমই ফাউন্ডেশন
পৃষ্ঠা ৮

* জাতীয় কোয়ালিটি অবকাঠামো পরিদর্শনের জন্য শিল্পমন্ত্রীর অস্ট্রেলিয়া সফর
* বিশেষায়িত শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলার পরামর্শ
পৃষ্ঠা ৯

* বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের অগ্রযাত্রা
পৃষ্ঠা ১০

* মান পরীক্ষাগারে অ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান
* কানাডার অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের দ্বিপাক্ষিক চুক্তি
* বিসিকের কর্মশালা
পৃষ্ঠা ১১

এ উপলক্ষে রাজধানীর রূপসী বাংলা হোটেলে "সৃজনশীলতায় নতুন প্রজন্ম" (Creativity-The Next Generation) শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্পমন্ত্রী দিলীপ বড়ুয়া বিশেষ অতিথি ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ এবং এফ বি সি সি আই এর সভাপতি কাজী আকরাম উদ্দিন আহমদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিল্প সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ড. নাঈম চৌধুরী। মুক্ত আলোচনা পর্বে সভাপতিত্ব করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. রণজিৎ কুমার বিশ্বাস।

সেরা করদাতাদের সম্মাননা সনদ
প্রদান করেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী

সেরা করদাতাদের সম্মাননা সনদ ও ক্রেস্ট বিতরণ অনুষ্ঠানে শিল্প প্রতিমন্ত্রী ওমর ফারুক চৌধুরী এমপি

জাতীয় আয়কর দিবস উপলক্ষে রাজশাহীতে সেরা করদাতাদের সম্মাননা সনদ ও ক্রেস্ট বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে কর অঞ্চল-রাজশাহী। শিল্প প্রতিমন্ত্রী ওমর ফারুক চৌধুরী, এম.পি রাজশাহীর সেরা করদাতাদের সম্মাননা সনদ ও ক্রেস্ট বিতরণ করেন। তিনি বলেন, অন্যান্য সেক্টরের আয়করের পাশাপাশি শিল্প সেক্টরে প্রদত্ত আয়কর দেশের উন্নয়নে উল্লেখ যোগ্য ভূমিকা রাখছে।

রাজশাহীর নারী উদ্যোক্তারা শিল্প স্থাপনের জায়গা পাচ্ছেন

সিল্ক ও বুটিক শিল্প স্থাপনের জন্য জায়গা পাবেন রাজশাহীর সৃজনশীল নারী উদ্যোক্তারা। এ লক্ষে রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরীর লিংক রোড সংলগ্ন বর্তমানে খালি জায়গা তাদের মাঝে বরাদ্দ দেয়া হবে। এ বিষয়ে দ্রুত কার্যকর উদ্যোগ নিতে সংশ্লিষ্ট বিসিক কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী ওমর ফারুক চৌধুরী। রাজশাহী বিভাগীয় নারী উদ্যোক্তা এবং রাজশাহী রক্ষা সংগ্রাম পরিষদ নেতাদের সাথে বৈঠককালে শিল্প প্রতিমন্ত্রী এ নির্দেশনা দেন। গত ০৩ জুলাই শিল্প মন্ত্রণালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ ফরহাদ উদ্দিন, বিসিকের পরিচালক মোঃ জাহাঙ্গীর মোল্লা, এসএমই ফাউন্ডেশনের ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী

নারী উদ্যোক্তারা শিল্প প্রতিমন্ত্রী ওমর ফারুক চৌধুরী'র সঙ্গে

মুজিবুর রহমান, রাজশাহী রক্ষা সংগ্রাম পরিষদ ও নাসিবের সভাপতি মোঃ লিয়াকত আলী, সাধারণ সম্পাদক মোঃ জামাত খান, মহিলা উদ্যোক্তা সমিতির নেতা সেলিনা খাতুন, মনি ঘোষ, সাগরিকা বেগম, নিলুফা ইয়াসমিন, শাহনাজ পারভীন, হোসনা আরা বেগম সুচিসহ মহিলা উদ্যোক্তাগণ ও বিসিক ও এসএমই ফাউন্ডেশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সুসংহত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাত

২০২১ সাল নাগাদ বাংলাদেশকে শিল্প সমৃদ্ধ মধ্যম আয়ের বাংলাদেশে পরিণত করার লক্ষ্য সামনে রেখে গত পহেলা বৈশাখ ১৪২০ বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গনে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)

বৈশাখী মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিসিক চেয়ারম্যান ফখরুল ইসলাম

ও বাংলা একাডেমীর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত দশ দিনব্যাপী বৈশাখী মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

বিসিক চেয়ারম্যান ফখরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ ও বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। দেশের বিপুল জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে বৈশাখী মেলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বলে মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, বৈশাখী মেলা বাংলাদেশের সংস্কৃতির গৌরবময় উত্তরাধিকার। তিনি একে বাঙালির অহংকার, গৌরব ও সমৃদ্ধ

সাংস্কৃতিক উৎসব উল্লেখ করে বলেন, পৃথিবীর খুব কম দেশেই এ ধরণের সর্বজনীন উৎসব লক্ষ্য করা যায়।

শিল্পমন্ত্রী বলেন, মেলা ও প্রদর্শনীর মাঝ দিয়ে আমাদের বিকাশমান ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের খ্যাতি এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপক প্রসার ঘটছে। দেশীয় পণ্যের গুণগত মানোন্নয়ন, পণ্য বৈচিত্র্যকরণ ও বিপণনের জন্য নতুন বাজার খুঁজে বের করাসহ ইতোমধ্যে সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। শিল্প সচিব বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনকে বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উল্লেখ করে বলেন, বৈশাখী মেলা ইতোমধ্যে বাঙালির প্রাণের উৎসবে পরিণত হয়েছে।

শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র:

ঘরে ঘরে কর্মসংস্থানে সহায়তা করছে

বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুত ঘরে ঘরে কর্মসংস্থান করে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে "হাতে-কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণে মহিলাদের গুরুত্ব দিয়ে বিটাকের কার্যক্রম সম্প্রসারণপূর্বক আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন (সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি ৩২৩৫.৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২০০৯-২০১০ অর্থ বছর থেকে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় সমাজের সুবিধা বঞ্চিত অসহায় দরিদ্র যুবক-যুবতীদের হাতে কলমে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে স্বাবলম্বী করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৩৭৫০ জন পুরুষ ও ২২৬৮ জন নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ১০৫০ জন পুরুষ এবং ৯৭৮ জন মহিলাসহ সর্বমোট ২০২৮ জনকে বিভিন্ন শিল্প কারখানায় চাকরী প্রদানের মাধ্যমে বেকারত্ব দূর করা হয়েছে। এছাড়া, প্রশিক্ষিত যুবক-যুবতীগণ নিজেরা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হচ্ছেন।

বিটাক উদ্ভাবিত লবণ তৈরীর সেন্ট্রিফিউজ মেশিন

ধোলাইখাল লাইট ইনিঞ্জনিয়ারিং শিল্পে কর্মরত জনবলের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিটাক হাতে কলমে বা ভিডিও চিত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের টুল ড্রেসিংয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

এ কার্যক্রমের অংশে হিসাবে গত ১৫ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং ওনার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি আঃ রাজ্জাকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় শিল্প মন্ত্রী বিটাক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত মেশিনিং অপারেশন এবং কারিগরি বইয়ের মোড়ক উম্মোচন করে তা ওনার্স এসোসিয়েশনকে হস্তান্তর করেন। মোড়ক উম্মোচন অনুষ্ঠানে বিটাক মহাপরিচালকসহ উর্দ্ধতন কর্মকর্তা এবং ওনার্স এসোসিয়েশনের কর্মকতা উপস্থিত ছিলেন।

বিটাকে গবেষণার মাধ্যমে নিজস্ব প্রযুক্তি ব্যবহার করে কলাগাছ থেকে সুতা তৈরির মেশিন, লবণ উৎপাদনের সেন্ট্রিফিউজ মেশিন, কেরু এন্ড কোম্পানি লিঃ এর ডিস্ট্রিলারী ইউনিটের ফিলিং মেশিন, বাংলাদেশ বিমানের এ্যালুমিনিয়াম এ্যাঙ্গেল হিট-ট্রিটমেন্ট, বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর স্টপ এবং আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন লিঃ এর রিভেটিং টাব ও টারবাইন ডিজেল প্রস্তুত করা হয়। উল্লিখিত জটিল যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ তৈরি, মেরামত ও প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে দেশে শিল্প উৎপাদনে গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে মর্মে মন্ত্রী মতামত ব্যক্ত করেন।

শক্তিশালী এ্যাক্রেডিটেশন অবকাঠামো গড়ে তোলার তাগিদ

বিশ্ববাজারে বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানির সক্ষমতা বাড়াতে দেশে শক্তিশালী এ্যাক্রেডিটেশন অবকাঠামো গড়ে তোলার তাগিদ দিয়েছেন শিল্প উদ্যোক্তারা। বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত 'এ্যাক্রেডিটেশন: বিশ্ব বাণিজ্য প্রসারে সহায়ক (Accreditation: Facilitating World Trade)' শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা এ তাগিদ দেন। গত ০৯ জুন রাজধানীর ডিসিসিআই মিলনায়তনে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) যৌথভাবে এর আয়োজন করে। শিল্পমন্ত্রী দিলীপ বড়ুয়া এতে প্রধান অতিথি ছিলেন। বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের (বিএবি) মহাপরিচালক মোঃ আবু আবদুল্লাহ্'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে শিল্পসচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ এবং ডিসিসিআই'র সভাপতি সবুর খান বিশেষ অতিথি ছিলেন। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ব্যুরো ভেরিটাস (বাংলাদেশ) প্রাইভেট লিমিটেডের (Bureau Veritas (Bangladesh) Pvt. Ltd.) এর কান্ট্রি ডিরেক্টর গোলাম কিবরিয়া। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বিএসটিআই'র মহাপরিচালক এ কে ফজলুল আহাদ, শিল্পোদ্যাক্তা ইয়াদ আলী ফকির, লিড অডিটর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) এম. মফিজুর রহমান, মান বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার এম. লিয়াকত আলী, ড. হুমায়ুন কবির ও সুনিয়া হাসান আলোচনায় অংশ নেন। সেমিনারে বক্তারা বলেন, রপ্তানি বৃদ্ধি করতে হলে আন্তর্জাতিক ক্রেতা ও মান নির্ধারণী প্রতিষ্ঠানের আস্থা অর্জন করতে হবে। এ লক্ষ্যে মানসম্মত পণ্য উৎপাদনের পাশাপাশি মান নিশ্চয়তার (Quality Assurance)

বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করা জরুরি। তাঁরা আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের আস্থা অর্জনের লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে বাংলাদেশে এ্যাক্রেডিটেশনের ব্রান্ডিং করার ওপর গুরুত্ব দেন। সেমিনারে শিল্পমন্ত্রী মৎস্য অধিদফতর ঢাকার মৎস্য পরীক্ষণ ও মাননিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার (Fish Inspection and Quality Control Laboratory) এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ইন্টারস্টফস্ অ্যাপারেলস লিমিটেড (Interstoffs Apparels Limited) এর বস্ত্র পরীক্ষণ গবেষণাগারকে (Textile Testing Laboratory) বিএবি'র এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান করেন। সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে এ পর্যন্ত ৭ টি প্রতিষ্ঠান বিএবি'র এ্যাক্রেডিটেশন সনদ অর্জন করেছে। চলতি বছর কমপক্ষে আরো ১০টি প্রতিষ্ঠানকে সনদ দেয়া হবে।

বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য

৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করেছে

বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে গত বছর দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ ৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করেছে। তিন বছর আগে এর পরিমাণ ছিল ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও কম। দু'দেশের মধ্যে আন্তঃ বাণিজ্যের পরিমাণ দ্রুত বাড়ছে। চলমান ধারা অব্যাহত থাকলে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ খুব শীঘ্রই ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে যাবে। গণচীনের ইউনান প্রদেশে অনুষ্ঠিত প্রথম চীন-দক্ষিণ এশিয়া প্রদর্শনী (1st China-South Asia Exposition) এবং ২১তম কুনমিং আমদানি ও রপ্তানি পণ্য মেলায় (21st Kunming Import and Export Commodities Fair) যোগ দিয়ে শিল্পমন্ত্রী দিলীপ বড়ুয়া গত ০৫ জুন গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের কাছে এ আশা প্রকাশ করেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ গত বছর চীনে ৫শ' মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানি করেছে। সামগ্রিক দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্যের তুলনায় রপ্তানির এ পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম হলেও গত তিন বছরে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করেছে। তিন বছর আগে চীনে বাংলাদেশের রপ্তানির পরিমাণ মাত্র ১শ' ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ছিল বলে তিনি মন্তব্য করেন। প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী, চীনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক (ইস্ট এশিয়া এন্ড প্যাসিফিক) প্রতিনিধিদলে ছিলেন। গণচীনের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইউনানের প্রাদেশিক সরকার, চায়না কাউন্সিল ফর দ্য প্রমোশন অব ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড এবং সার্ক চেম্বার অব কমার্স যৌথভাবে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এতে শিল্পমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করবেন। প্রদর্শনী ও মেলায় এফবিসিসিআই, ডিসিসিআই, স্পেশালাইজড টেক্সটাইল এন্ড হ্যান্ডলুম ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশন, উইমেন চেম্বার, ইন্ডেন্টিং এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন ট্রেডবডি ও উদ্যোক্তা সংগঠনের প্রায় দেড় শ' উদ্যোক্তা বাংলাদেশি পণ্য প্রদর্শন করেন। এর পাশাপাশি চীন ও সার্কভুক্ত দেশগুলোর উদ্যোক্তাদের সাথে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগের বিষয়ে আলোচনায় মিলিত হন। এবারের প্রদর্শনী ও মেলার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য আঞ্চলিক সহায়তা (Regional Cooperation for Common Development)।

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ডিএপি সার রপ্তানির প্রস্তাব করেছে

সৌদি বেসিক ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন

বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ডাই অ্যামোনিয়াম ফসফেট (ডিএপি) সারসহ নন-ইউরিয়া সার রপ্তানির প্রস্তাব করেছে সৌদি আরবের খ্যাতনামা রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান সৌদি বেসিক ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (SABIC)। এছাড়া প্রতিষ্ঠানটি চলতি বছর বাংলাদেশকে রাষ্ট্রীয় চুক্তির (স্টেট-টু-স্টেট) আওতায় ২ লাখ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার সরবরাহ করবে। ভবিষ্যতে প্রয়োজনে এর পরিমাণ আরো বাড়ানো হবে। সৌদি বেসিক ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনের উপ-প্রধান নির্বাহি ফাহাদ বিন সাদ আল শোয়াইবি (Fahad Bin Saad Al-Shuaibi)'র নেতৃত্বে বাংলাদেশ সফররত এক প্রতিনিধিদল শিল্পমন্ত্রী দিলীপ বড়ুয়ার সাথে বৈঠককালে এ প্রস্তাব দেন। গত ০৭ মে শিল্প মন্ত্রণালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে শিল্প সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্, বিসিআইসি'র চেয়ারম্যান মুনসুর আলী সিকদার, শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন ভূঁইয়া, সৌদি বেসিক ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনের ইউরিয়া উৎপাদন ইউনিটের মহাপরিচালক আবদুন নাসের বিন আহমেদ আল বাবতিন (Abdun Naser Bin Ahmed Al-Babtin), আন্তর্জাতিক রাসায়নিক সার বিক্রয় ইউনিটের পরিচালক আবদুল্লাহ্ বিন সালেহ্ আল-সোহাইল (Abdullah Bin Saleh Al-Suhail), ইউরিয়া সার বিপণন বিভাগের পরিচালক আহমেদ বিন আবদুল আজিজ বিন ঈদ (Ahmed Bin Abdul Aziz Bin Eid), ফসফেট সার উৎপাদন বিভাগের পরিচালক প্রকৌশলী বাসাম বিন মুসা আল-নাজদি (Bassam Bin Musa Al-Najdi) সহ শিল্প মন্ত্রণালয়, বিসিআইসি ও বাংলাদেশে সৌদি দূতাবাসের উর্ধতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশে আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন কর্মসূচি

আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন কর্মসূচির মাধ্যমে গর্ভবতী নারী ও শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের ধারাবাহিক উন্নতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ গত দুই দশকে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। বর্তমানে দেশের শতকরা ৮০ভাগ লোক আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহার করছে। দেশের সকল মানুষকে পরিমিত পরিমাণে আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহারের আওতায় আনা বাংলাদেশের জন্য এখনো একটি বড় চ্যালেঞ্জ। ভোক্তা পর্যায়ে আয়োডিন বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি এ লক্ষ অর্জনে কার্যকর অবদান রাখতে পারে। ইউনিসেফের বাংলাদেশ কান্ট্রি উপ প্রতিনিধি (Deputy Representative of UNICEF Bangladesh) মিখাইল সেইন্ট লট (Michel Saint-Lot) 'তেরো পাতা বুদ্ধি' শীর্ষক টিভি নাটকের প্রিমিয়ার শো'তে বক্তৃতাকালে এ সাফল্যের কথা জানান। ইউনিসেফের সহায়তায় আয়োডিন বিষয়ক জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিসিকের সর্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ প্রকল্পের (CIDD) আওতায় তেরো পর্বের এ নাটক নির্মাণ করা হয়। গত ২৮ এপ্রিল রাজধানীর বিয়াম মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শিল্পমন্ত্রী দিলীপ বড়ুয়া এতে প্রধান অতিথি ছিলেন। বিসিক চেয়ারম্যান ফখরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ডাঃ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মজিবুর রহমান ফকির এম.পি, শিল্পসচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ ও সার্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ প্রকল্পের পরিচালক মোঃ আবু তাহের খান বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বুদ্ধিবৃত্তিক জাতি গঠনের জন্য শতভাগ আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহারের কোনো বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে লবণে পরিমিত পরিমাণে আয়োডিন মিশ্রিন নিশ্চিত করতে মিল মালিকদের বাধ্য করতে হবে মর্মে বক্তারা মতামত দেন। বর্তমানে দেশে শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহার করলেও প্রায় ৬০ শতাংশ

মানুষ পরিমিত পরিমাণে আয়োডিন পাচ্ছে বলে তারা জানান। শিল্পমন্ত্রী বলেন, শতভাগ আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহারে সাফল্য পেতে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা জরুরি। মহাজোট সরকার ২০১৬ সালের মধ্যে ৯০ শতাংশ লবণে পরিমিত পরিমাণে আয়োডিন মিশ্রণের পাশাপাশি শতভাগ পরিবারকে আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহারের আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে বলে তিনি জানান।

কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে হাইটেক
কারখানা স্থাপনে আগ্রহী সুইস উদ্যোক্তারা

বাংলাদেশে কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতে উন্নত প্রযুক্তির কারখানা স্থাপনে সুইজারল্যান্ডের উদ্যোক্তারা আগ্রহী। এর মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যে মূল্য সংযোজনের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। অধিক পরিমাণে সুইস উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগে আকৃষ্ট করতে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সুইজারল্যান্ডে রোড-শো ও পণ্য প্রদর্শনীর আয়োজন করা যেতে পারে। সুইজারল্যান্ডের বাণিজ্য চুক্তি বিষয়ক ফেডারেল পরিষদের রাষ্ট্রদূত ও দ্বি-পক্ষীয় অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রধান (Ambassador of the Federal Council for Trade Agreement and Head of Bilateral Economic Relations) অ্যারিক মার্টিন (Eric Martin) এর নেতৃত্বে বাংলাদেশ সফররত বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সদস্যরা শিল্পমন্ত্রী দিলীপ বড়ুয়ার সাথে বৈঠককালে একথা বলেন। গত ২২ এপ্রিল শিল্প মন্ত্রণালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে প্রতিনিধিদলের সদস্য ও ফেডারেল পরিষদের এশিয়া-ওশেনিয়া অঞ্চলের দ্বি-পাক্ষিক অর্থনৈতিক বিষয়ক শাখার প্রধান (Head of Section of the Bilateral Economic Relations Asia/Oceania) টেরেন্স বাইলটার (Terence Billeter), এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের পরিচালক (Regional Director of Asia Pacific) ওল্ফগ্যাং শ্যানজেনব্যাচ (Wolfgang Schanzenbach), বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত ওর্স হেরেন (Urs Herren), ডেপুটি হেড অব মিশন ক্যারোলিন ট্রাউটউইলার (Caroline Trautweiler), শিল্প মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মোঃ খলিলুর রহমান সিদ্দিকী, পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেড মার্কস অধিদপ্তরের রেজিস্ট্রার মোঃ আবদুর রউফসহ শিল্প মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধি, বাংলাদেশের শিল্পখাতে সুইজারল্যান্ডের বিনিয়োগসহ অন্যান্য বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ সময় প্রতিনিধিদলের সদস্যরা বাংলাদেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, আইটি, সিমেন্ট ও টেক্সটাইল খাতে বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁরা জ্ঞানভিত্তিক শিল্পায়নের জন্য মেধাসম্পদের অধিকার সুরক্ষার ওপর গুরুত্ব দেন। এ সময় তাঁরা বাংলাদেশের মেধাসম্পদের অধিকার (আইপিআর) সম্পর্কিত আইন ও নীতি কাঠামো শক্তিশালী করতে দ্রুত সুইজারল্যান্ডের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের জন্য শিল্পমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, প্রায় ১৬ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ পণ্যের বিশাল বাজার। প্রতি বছর ১২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি রেমিট্যান্স বাংলাদেশে আসছে। তিনি অভ্যন্তরীণ বাজারের এ সুযোগ কাজে লাগাতে যৌথ উদ্যোগে হাইটেক শিল্প কারখানা স্থাপনে এগিয়ে আসতে সুইস উদ্যোক্তাদের প্রতি আহবান জানান। এক্ষেত্রে কৃষিভিত্তিক পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, জাহাজ নির্মাণ ও জাহাজ ভাঙ্গা, হালকা প্রকৌশল, চামড়া, ওষুধ, প্লাস্টিক ও কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদন শিল্পে অগ্রাধিকারভিত্তিতে বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে বলে উল্লেখ করেন। দিলীপ বড়ুয়া বলেন, শিল্পায়নের জন্য মেধার লালন ও মেধাসম্পদের সুরক্ষা জরুরি।

বাংলাদেশি এসএমই পণ্য ভিয়েতনামে
রপ্তানির ক্ষেত্রে শুল্ক সুবিধা দেয়ার আশ্বাস

বাংলাদেশি এসএমই পণ্য ভিয়েতনামে রপ্তানির ক্ষেত্রে শুল্ক সুবিধা দেয়ার বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা করা হবে বলে জানিয়েছেন ভিয়েতনামের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী ভু হাই হোয়াং (Vu Huy Hoang)। তিনি বলেন, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (WTO) নির্ধারিত ফ্রেমওয়ার্কের আওতায় এ সুযোগ দেয়ার বিষয়ে ভিয়েতনাম সরকার প্রচেষ্টা চালাবে। একই সাথে তিনি বাংলাদেশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের ভিয়েতনামে বিনিয়োগের আহবান জানান। ভিয়েতনামের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ সফররত এক প্রতিনিধি দলের শিল্পমন্ত্রী দিলীপ বড়ুয়ার সাথে বৈঠককালে এ আহবান জানানো হয়। গত ০৭ এপ্রিল শিল্প মন্ত্রণালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ মইনউদ্দীন আবদুল্লাহ, অতিরিক্ত সচিব মোঃ ফরহাদ উদ্দিন, বাংলাদেশে নিযুক্ত ভিয়েতনামের রাষ্ট্রদূত নগুয়েন কোয়াং তু (Nguyen Quang Thuc), ভিয়েতনামের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক লি কুয়ক হাং (Ly Quoc Hung), বিভাগীয় প্রধান নগুয়েন পাক নাম (Nguyen Phuc Nam) সহ শিল্প মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধি, শিল্পখাতের উন্নয়নে পারস্পরিক সহায়তা ও বিনিয়োগের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এসময় দিলীপ বড়ুয়া বাংলাদেশ থেকে গুণগতমানের এসএমই পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ভিয়েতনামের শুল্ক ছাড়ের বিষয়ে ভিয়েতনামের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এছাড়া তিনি বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় জাহাজ নির্মাণ, সিমেন্ট, কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, ওষুধ, সিরামিক ও চামড়া শিল্পখাতে ভিয়েতনামের উদ্যোক্তারা যৌথ বিনিয়োগে এগিয়ে আসতে পারেন বলে অভিমত দেন। ভিয়েতনামের মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক বিনিয়োগের চমৎকার সম্ভাবনা রয়েছে। এ সম্ভাবনা কাজে লাগাতে দ্বি-পাক্ষিক পুঁজি বিনিয়োগ ও সংরক্ষণ চুক্তি, দ্বৈত কর পরিহার চুক্তিসহ অন্যান্য কাঠামোগত সহায়তা প্রয়োজন। তিনি বাংলাদেশের সাথে ইতঃপূর্বে সম্পাদিত দ্বি-পাক্ষিক পুঁজি বিনিয়োগ ও সংরক্ষণ চুক্তি অনুসমর্থনের (Ratification) ওপর গুরুত্ব দেন। এ ক্ষেত্রে তিনি বাংলাদেশ সরকারের সহায়তা কামনা করেন। ভিয়েতনামের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী আরো বলেন, বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে ভিয়েতনামি উদ্যোক্তারা বিনিয়োগ করবে। তিনি জাহাজ নির্মাণ শিল্পখাতে ভিয়েতনামের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তরের প্রস্তাব দেন। সিমেন্ট, ওষুধ, প্লাস্টিক, সিরামিক, চামড়াসহ দু'দেশের জন্য অভিন্ন সম্ভাবনাময় শিল্পখাতে যৌথ বিনিয়োগ করে উভয় দেশই লাভবান হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

রাজস্ব আয় বাড়াতে কর নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের তাগিদ

দেশের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য একই শিল্প পণ্যের ওপর বার বার শুল্কের পরিমাণ না বাড়িয়ে কর নেটওয়ার্ক (Tax Network) সম্প্রসারণের তাগিদ দিয়েছেন দেশিয় শিল্পোদ্যোক্তা। তারা বলেন, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী (Social Safetynet) জোরদারের জন্য সরাসরি করের (Direct Tax) আওতা বাড়াতে হবে। তারা দেশীয় শিল্পের বিকাশে ঘন ঘন শুল্ক ও করের পরিমাণ হ্রাস বা বৃদ্ধি না করে যে কোনো শিল্পের জন্য ঘোষিত কর সুবিধা সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বজায় রাখার পরামর্শ দেন। ৩১ মার্চ রাজধানীর একটি হোটেলে 'আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদনে শিল্পবান্ধব শুল্ক ও ট্যারিফ কাঠামো প্রণয়নের সুপারিশ' শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা একথা বলেন। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের বাজেট সামনে রেখে দেশীয় শিল্পবান্ধব ট্যারিফ কাঠামোর সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় এ সেমিনারের আয়োজন করে। শিল্পমন্ত্রী দিলীপ বড়ুয়া এতে প্রধান অতিথি

ছিলেন। সেমিনারে সভাপতিত্ব করার পাশাপাশি মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ ফরহাদ উদ্দিন। এতে শিল্প প্রতিমন্ত্রী ওমর ফারুক চৌধুরী, এম.পি, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান সাহাবউল্লাহ, বাংলাদেশ ফরেনট্রেড ইন্সটিটিউট (বিএফটিআই) এর প্রধান নির্বাহি কর্মকর্তা ড. মজিবুর রহমান, এফবিসিসিআই'র প্রেসিডেন্ট কাজী আকরামউদ্দীন আহমেদ ও ডিসিসিআই'র প্রেসিডেন্ট সবুর খান বিশেষ অতিথি ছিলেন। সেমিনারে অন্যান্যের মধ্যে বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির পরিচালক মোস্তাফা জব্বার, এফবিসিসিআই'র পরিচালক আবদুল হক, চিত্রনায়ক ও শিল্প উদ্যোক্তা ইলিয়াস কাঞ্চন, নারী শিল্পোদ্যোক্তা রূপালী চৌধুরীসহ বিভিন্ন চেম্বার, ট্রেডবডি ও শিল্প উদ্যোক্তা সংগঠনের নেতারা আলোচনায় অংশ নেন। বক্তারা বলেন, দেশে শিল্প বিকাশের জন্য আমদানী বিকল্প শিল্পের কাঁচামালের ওপর শূণ্য শুল্ক নির্ধারণ করা উচিত। তারা মেধাভিত্তিক শিল্পায়নের প্রসারে সফটওয়্যার শিল্পের ওপর কর অবকাশের আওতা তিন বছর বাড়ানোর পাশাপাশি ইন্টারনেট ব্যবহারের ওপর শতকরা ১৫ ভাগ মূল্য সংযোজন কর প্রত্যাহারের পরামর্শ দেন। একই সাথে তারা মোবাইল ফোন ও ক্র্যাশকার্ডের ওপর শূণ্য শুল্ক নির্ধারণের দাবি জানান। শিল্প উদ্যোক্তারা বলেন, দেশিয় শিল্প বিকশিত হলে আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও ভোক্তার কল্যাণ (Customer's Welfare) নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এর জন্য মেধাভিত্তিক ও পরিকল্পিত (Targeted) শিল্পায়নের প্রসার ঘটাতে হবে। এ লক্ষ্যে দেশীয় শিল্পবান্ধব শুল্ক ও করকাঠামো নির্ধারণ করা জরুরি। অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের ফলে কর ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা তৈরি হওয়ায় সরকার প্রকৃত রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বলে তারা উল্লেখ করেন। তারা সাম্প্রতিক ধ্বংসাত্মক হরতালের কঠোর সমালোচনা করে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির স্বার্থে দ্রুত আলোচনার মাধ্যমে রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের তাগিদ দেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, ব্যবসানির্ভর অর্থনীতির পরিবর্তে শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে মহাজোট সরকার কাজ করছে। দেশে টেকসই বেসরকারিখাতের বিকাশে সরকারের পক্ষ থেকে সম্ভব সবধরনের নীতি সহায়তা দেয়া হচ্ছে। তিনি রপ্তানি বাড়াতে জ্ঞানভিত্তিক সবুজ শিল্পায়নের মাধ্যমে গুণগতমানের পণ্য উৎপাদনে উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসার আহবান জানান। শিল্প প্রতিমন্ত্রী জনাব ওমর ফারুক চৌধুরী, এম.পি সুষম শিল্পায়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদি ট্যারিফ নীতিমালা প্রণয়নের তাগিদ দেন। তিনি বলেন, খাতভিত্তিক চুলচেড়া বিশ্লেষণ করে ট্যারিফ নীতিমালা গ্রহণ করতে হবে। প্রতি বছর শুল্কের হার পরিবর্তন হলে, দেশে টেকসই শিল্পায়ন হবে না বলে তিনি মন্তব্য করেন।

২০১৮ সাল নাগাদ ডি-৮ সদস্য দেশগুলোর
আন্তঃবাণিজ্যের পরিমাণ ৩শ' বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হবে

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ উন্নয়নশীল আটটি দেশের অর্থনৈতিক জোট ডি-৮ এর সদস্য দেশগুলোর মধ্যে বর্তমানে আন্তঃবাণিজ্যের পরিমান ১শ' ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৮ সালের মধ্যে এর পরিমান বৃদ্ধি করে ৩শ' বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করা হবে। এ লক্ষ্যে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে ইতোমধ্যে শুল্ক সম্পর্কিত প্রশাসনিক সাহায্য, ভিসা প্রদান প্রক্রিয়া সহজীকরণ ও বিমান সেবার ক্ষেত্রে সহায়তা বিষয়ক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। বাংলাদেশ সফররত উন্নয়নশীল-৮ (ডি-৮) এর মহাসচিব ড. সাইয়েদ আলী মোহাম্মদ মৌসাভি (Dr. Seyed Ali Mohammad Mousavi), শিল্পমন্ত্রী দিলীপ বড়ুয়া'র সাথে বৈঠককালে এ কথা বলেন। গত ১৫ এপ্রিল শিল্প মন্ত্রণালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে শিল্প প্রতিমন্ত্রী ওমর ফারুক চৌধুরী, এম.পি, মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, মোঃ ফরহাদ উদ্দিনসহ শিল্প ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং ডি-৮ সচিবালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে ডি-৮ এর মহাসচিব গত বছর ৮-১০ অক্টোবর ঢাকায় তৃতীয় শিল্প সহায়তা বিষয়ক ডি-৮ মন্ত্রী পর্যায়ের শীর্ষ সম্মেলন সফলভাবে আয়োজন করায় শিল্পমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, এর মাধ্যমে ডি-৮ দেশগুলোর শিল্পখাতে পারস্পরিক সহায়তা ও বাণিজ্য বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ সম্মেলন মহাজোট সরকার ঘোষিত ২০২১ সালের মধ্যে শিল্পসমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। শিল্পমন্ত্রী দিলীপ বড়ুয়া বলেন, বাংলাদেশ সরকার জ্ঞানভিত্তিক শিল্পায়নের জন্য শক্তিশালী বেসরকারিখাত গড়ে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। ডি-৮ সদস্য রাষ্ট্রগুলো এক্ষেত্রে বাংলাদেশকে প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করতে পারে। তিনি বাংলাদেশের জাহাজ ভাঙ্গা, পুনঃ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও জাহাজ নির্মাণ, হালকা প্রকৌশল, কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, চামড়া, সিরামিক, ওষুধ তৈরি ও পোসাকখাতে উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তরে কাজ করতে ডি-৮ মহাসচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি শিল্পখাতে ডি-৮ সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সহায়তার কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। শিল্প প্রতিমন্ত্রী ওমর ফারুক চৌধুরী, এম.পি বলেন, ডি-৮ সদস্যগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা আরো বাড়ানো প্রয়োজন।

বঙ্গোপসাগরে ভূমি পুনরুদ্ধারে
প্রযুক্তিগত সহায়তা দিতে আগ্রহী নেদারল্যান্ডস্

বঙ্গোপসাগরে ভূমি পুনরুদ্ধারে (Land Reclamation) কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সহায়তা দেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছে নেদারল্যান্ডস্। এছাড়া গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ, পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা, জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি হ্রাস ও কয়লাভিত্তিক দক্ষ জ্বালানী উৎপাদনখাতে নেদারল্যান্ডস্ বাংলাদেশকে প্রযুক্তিগত সহায়তা দিতে আগ্রহী। বাংলাদেশে নিযুক্ত নেদারল্যান্ডসের রাষ্ট্রদূত Gerben de Jong শিল্পমন্ত্রী দিলীপ বড়ুয়ার সাথে এক বৈঠকে এ আগ্রহ প্রকাশ করেন। গত ০৪ এপ্রিল শিল্প মন্ত্রণালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জি এম জয়নাল আবেদীন ভূইয়াসহ শিল্প মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশে অবস্থিত নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে বাংলাদেশের শিল্পখাতের উন্নয়নে নেদারল্যান্ডেস এর সহায়তার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ সময় নেদারল্যান্ডের হাইটেক শিল্প স্থানান্তর, মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, জ্বালানী নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সহায়তাসহ অন্যান্য বিষয় আলোচনায় স্থান পায়। বৈঠকে রাষ্ট্রদূত বলেন, পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা ও ভূমি পুনরুদ্ধারে নেদারল্যান্ড ইতোমধ্যে বিশ্বমানের কার্যকর প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। এর সফল প্রয়োগ করে বাংলাদেশ লাভবান হতে পারে। এর মাধ্যমে জনবহুল বাংলাদেশে ভূমির স্বল্পতাজনিত সমস্যা মোকাবেলা সম্ভব হবে। তিনি বাংলাদেশের শিল্পায়নের চলমান ধারা ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রশংসা করেন। উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমে বাংলাদেশ শিল্পখাতে ভবিষ্যতের জ্বালানী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উদ্যোগ নিতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, জনবহুল বাংলাদেশে শিল্পায়নের জন্য ভূমির স্বল্পতা রয়েছে। নেদারল্যান্ডেসের বিশ্বখ্যাত ভূমি পুনরুদ্ধার (Land Reclimation) প্রযুক্তি প্রয়োগ করে বঙ্গোপসাগরে শিল্পায়নের জন্য নতুন জায়গা খুঁজে পাওয়া সম্ভব। তিনি এ লক্ষ্যে নেদারল্যান্ডেসের কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সহায়তার প্রস্তাবকে স্বাগত জানান। বাংলাদেশ ও নেদারল্যান্ডস্ প্রাকৃতিক দুর্যোগকবলিত দেশ হওয়ায় এর মোকাবেলায় পরস্পরের মধ্যে অভিজ্ঞতা ও প্রযুক্তি বিনিময়ের ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। দিলীপ বড়ুয়া প্রায় ১৬ কোটি জনসংখ্যার বাংলাদেশে নেদারল্যান্ডস্কে যৌথ উদ্যোগে শিল্প কারখানা স্থাপনের পরামর্শ দেন।

বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে বিশ্বমানের
বিনিয়োগ নীতি

বিশ্বমানের বিনিয়োগ নীতি প্রণয়নের পাশাপাশি বিনিয়োগবান্ধব আইন ও ভৌত অবকাঠামোর (Legal and Infrastructural Investment Framework) উন্নয়ন ঘটিয়ে বাংলাদেশ দ্রুত এশিয়া অঞ্চলে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (FDI) আকৃষ্টকারী দেশের তালিকায় শীর্ষে ওঠে আসতে পারে। গত এক দশক ধরে অর্জিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির টেকসই ধারা বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগের বিরাট সুযোগ এনে দিয়েছে। এ সুযোগ কাজে লাগাতে আঙ্কটাডের বিনিয়োগ নীতি নির্দেশনার আলোকে বাংলাদেশে পণ্যের মূল্য সংযোজন, রপ্তানি পণ্য বৈচিত্রকরণ ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের কার্যকর উদ্যোগ নেয়া জরুরি। গত ২৪ মার্চ রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে আয়োজিত 'বাংলাদেশের বিনিয়োগ নীতি পর্যালোচনা (Investment Policy Review of Bangladesh)' শীর্ষক কর্মশালায় বক্তারা একথা বলেন। জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংস্থা আঙ্কটাড (UNCTAD) এবং শিল্প মন্ত্রণালয় যৌথভাবে এ কর্মশালার আয়োজন করে। শিল্পমন্ত্রী দিলীপ বড়ুয়া এতে প্রধান অতিথি ছিলেন। শিল্পসচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহর সভাপতিত্বে কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ ফরহাদ উদ্দিন। এতে পৃথকভাবে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আঙ্কটাডের

বিনিয়োগ নীতি পর্যালোচনার সংক্ষিপ্ত কর্মশালা

বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ হ্যান্স বামগার্টেন এবং কিওসি আদাচি। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বাংলাদেশে ইউএনডিপি'র সহকারি কান্ট্রি ডিরেক্টর পলাশ কান্তি দাস, আঙ্কটাডের অর্থনীতি বিষয়ক কর্মকর্তা কালমান কালতাই ও বিনিয়োগ বোর্ডের নির্বাহি সদস্য নাভাস চন্দ্র মন্ডল আলোচনায় অংশ নেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী বলেন, বিশ্ব মন্দার মাঝেও বাংলাদেশ ৬ শতাংশেরও বেশি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশে দ্রুত বিদেশী বিনিয়োগ বাড়ছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের জন্য একটি যুগোপযোগী বিনিয়োগ নীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট স্টেক হোল্ডারদের মতামতের ভিত্তিতে আঙ্কটাড ইতোমধ্যে একটি খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছে।

দুই হাজার নতুন শিল্প উদ্যোক্তা তৈরি

দেশব্যাপী পরিকল্পিত শিল্পায়নের উদ্যোগ জোরদার করতে ২ হাজার নতুন উদ্যোক্তা তৈরির পরিকল্পনা নিয়েছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)। এ লক্ষ্যে সংগঠনের পক্ষ থেকে তরুণ ও মেধাবীদের চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন, তথ্য সেবা ও প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ফলে প্রায় ৪০ হাজার লোকের নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর নব নির্বাচিত পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা শিল্পমন্ত্রী দিলীপ বড়ুয়ার সাথে বৈঠককালে একথা জানান। গত ২০ মার্চ শিল্প মন্ত্রণালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে ডিসিসিআই'র সভাপতি মোঃ সবুর খান, সিনিয়র সহ-সভাপতি নেসার মাকসুদ খান, সহ-সভাপতি আবসার করিম চৌধুরী, পরিচালক হায়দার আহমদ খান, হুমায়ুন রশিদ, এম. আবু হোরায়রা, খন্দকার শহীদুল ইসলাম, আলহাজ্ব আব্দুস সালামসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব মোঃ খলিলুর রহমান সিদ্দিকী উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে ডিসিসিআই'র নেতারা বিশ্বমন্দার মাঝেও বাংলাদেশে ৬ শতাংশের বেশি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের ধারা অব্যাহত থাকায় মহাজোট সরকারের প্রশংসা করেন। তারা বলেন, ইতোমধ্যে বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান হলেও গ্যাসের অপর্যাপ্ততা, শিল্প ঋণের উচ্চ সুদ ও হরতালের কারণে পরিবহন ব্যয় বাড়ছে। এর ফলে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পেয়ে বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশী পণ্য প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়েছে। তারা সম্প্রতি হরতালে ব্যাংক, বীমা, এটিএম বুথসহ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়িক শো-রুম, চেম্বার ভবন, হাসপাতাল, পণ্য পরিবহনরত যানবাহনে অগ্নি সংযোগের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বৈঠকে নেতারা বলেন, বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা জরুরি। এর পাশাপাশি জাতীয় মাননির্ধারণী প্রতিষ্ঠান বিএসটিআই'র আধুনিকায়ন, শিল্প জোন স্থাপন ও দেশীয় ঐতিহ্যবাহী পণ্যের মালিকানা সুরক্ষায় উদ্যোগ নিতে হবে। তারা দ্রুত ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য আইন অনুমোদনের তাগিদ দেন। তারা দেশিয় শিল্পের স্বার্থ সুরক্ষায় আমদানি বিকল্প শিল্পের জন্য মূলধনী যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের আমদানী শুল্ক কমানোর দাবি জানান। তারা পুরাতন ঢাকার কেমিক্যাল গুদাম স্থানান্তরের লক্ষ্যে দ্রুত কেমিক্যাল শিল্পপল্লী স্থাপনের জন্য শিল্পমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, দেশব্যাপী সুসংহত ও টেকসই বেসরকারী শিল্পখাত গড়ে তুলতে মহাজোট সরকার কাজ করছে। শিল্প পুঁজির বিকাশে ইতোমধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে বেশ কিছু উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর ফলে দেশে কর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, রপ্তানি আয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়েছে। সরকার দেশীয় শিল্পের সুরক্ষায় আমদানী বিকল্প শিল্প পণ্যের কাঁচামাল আমদানীর ক্ষেত্রে শুল্ক ছাড় দেবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

মধু উৎপাদন শিল্প ক্লাস্টারে সিঙ্গেল ডিজিট সুদে
ঋণ দেবে এসএমই ফাউন্ডেশন

মধু উৎপাদন শিল্পের উন্নয়নে এসএমই ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে দেশীয় মৌ-চাষীদের সিঙ্গেল ডিজিট সুদে ঋণ দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী দিলীপ বড়ুয়া। তিনি বলেন, মধু উৎপাদন শিল্প ক্লাস্টারের আওতায় এ ঋণ বিতরণ করা হবে। এর ফলে বাংলাদেশ মধুর অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানির সক্ষমতা অর্জন করবে।

"আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মধুর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি" শীর্ষক সেমিনারে শিল্পমন্ত্রী এবং শিল্প প্রতিমন্ত্রী

শিল্পমন্ত্রী গত ২০ মার্চ রাজধানীর বিসিক মিলনায়তনে আধুনিক প্রযুক্তিতে মধু চাষ উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত 'আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মধুর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা জানান। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) এ সেমিনারের আয়োজন করে। শিল্প প্রতিমন্ত্রী ওমর ফারুক চৌধুরী এম.পি এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন। বিসিক চেয়ারম্যান ফখরুল ইসলামের সভাপতিত্বে সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন শের-ই-বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক মো. সাখাওয়াত হোসেন। এতে অন্যান্যের মধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. নজরুল ইসলাম খান, মৌচাষী কল্যাণ সমিতির প্রধান উপদেষ্টা এ এফ এম ফখরুল ইসলাম মুন্সী, শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জি এম জয়নাল আবেদীন ভূইয়া ও সুষেণ চন্দ্র দাস, প্রশিকার পরিচালক জগদীশ চন্দ্র সাহা, বিসিক পরিচালক মনসুর রাজা চৌধুরী, প্রকল্প পরিচালক খোন্দকার আমিনুজ্জামান আলোচনায় অংশ নেন। সেমিনারে বক্তারা বলেন, কৃষিভিত্তিক কুটির শিল্প হিসেবে মৌচাষের মাধ্যমে অল্প শ্রম ও মূলধন খাটিয়ে অধিক আয় করা সম্ভব। এর ফলে পরিবেশের ভারসাম্য সুরক্ষার পাশাপাশি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে। দেশের সকল এলাকায় শুধুমাত্র সরিষার ফুল থেকে মৌচাষ করে সাড়ে ৩শ' কোটি টাকার বেশী মধু উৎপাদন সম্ভব। এর ফলে সরিষার ফলন শতকরা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি পাবে বলে তারা উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে বক্তারা দেশব্যাপী মৌচাষের প্রসারে চাষিদের নিরাপত্তা প্রদান, মধুর ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ, প্রযুক্তিগত গবেষণা জোরদার ও আধুনিক মধু প্রক্রিয়াজাত উপকরণ সহজলভ্য করার তাগিদ দেন। একই সাথে তারা মৌচাষীদের জন্য ঋণ প্রদান ও মৌচাষ আইন প্রণয়নের দাবি জানান। শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, মৌচাষের মাধ্যমে দারিদ্র্য-বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য মধু উৎপাদনকে পরিকল্পিত আন্দোলনে রূপ দিতে হবে। এর মাধ্যমে সহজেই বাংলাদেশে উৎপাদিত মধু রপ্তানিমুখী পণ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে। এক্ষেত্রে তিনি সরকারের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য সব ধরনের নীতি সহায়তা দেয়ার আশ্বাস দেন। উল্লেখ্য, দেশের সকল জেলায় আধুনিক পদ্ধতিতে মৌচাষের লক্ষ্যে ৯ কোটি ৩৬ লাখ টাকা ব্যয়ে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। প্রকল্পের আওতায় মৌচাষীদের দক্ষতা উন্নয়ন, সুন্দরবন অঞ্চলের মৌয়ালদের উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি ও নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য ৬ হাজার মৌ চাষিকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এর ফলে দেশে প্রায় ১২ হাজার নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি মধুর উৎপাদন দ্বিগুণ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

জাতীয় কোয়ালিটি অবকাঠামো পরিদর্শনের জন্য শিল্পমন্ত্রীর অস্ট্রেলিয়া সফর

পণ্য ও সেবার গুণগত মানোন্নয়নে অস্ট্রেলিয়ার সরকার গৃহীত নীতি ও অবকাঠামো (National Quality Infrastructure and Policy) সম্পর্কে সরজমিনে অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে শিল্পমন্ত্রী দিলীপ বড়ুয়ার নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল ১০ মার্চ অস্ট্রেলিয়া সফরে যান। জাতিসংঘের শিল্প উন্নয়ন বিষয়ক সংস্থা (UNIDO) এর আমন্ত্রণে শিল্পমন্ত্রী এ সফর করেন। বিএসটিআই'র মহাপরিচালক এ কে ফজলুল আহাদ, বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) এর মহাপরিচালক মোঃ আবু আবদুল্লাহ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালক শেখ মোঃ আবদুল আহাদ, শ্রম ও কর্মসংস্থান, বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, পরিবেশ ও বন, স্থানীয় সরকার, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, ডাক ও টেলিযোগাযোগ, কৃষি, পাট ও বস্ত্র, বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা প্রতিনিধিদলে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। প্রতিনিধিদল ১১ থেকে ১৬ মার্চ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ায় উৎপাদিত পণ্য, উপকরণ ও যন্ত্রপাতির গুণগত মান ও গ্রাহক সেবার মানোন্নয়নে গৃহিত পদক্ষেপ সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করেন। এ সময় তারা অস্ট্রেলিয়ার মাননির্ধারণী জাতীয় প্রতিষ্ঠান স্ট্যান্ডার্ডস অস্ট্রেলিয়া (Standards Australia), এনএটিএ (NATA), জয়েন্ট অ্যাক্রেডিটেশন সিস্টেম অব অস্ট্রেলিয়া (Joint Accreditation System of Australia) এবং সিডনীর ন্যাশনাল মেজারমেন্ট ইন্সটিটিউট (National Measurement Institute) পরিদর্শন করেন। এ ধরনের বাস্তব অভিজ্ঞতা বাংলাদেশী পণ্যের আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধিকল্পে জাতীয় কোয়ালিটি নীতি প্রণয়ন এবং অবকাঠামোর উন্নয়নে কার্যকর কর্মসূচি প্রণয়নে বিশেষভাবে সহায়তা করবে বলে আশা করা যায়। উল্লেখ্য, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আর্থিক ও জাতিসংঘের শিল্প উন্নয়ন বিষয়ক সংস্থা ইউনিডো'র কারিগরী সহায়তায় শিল্প মন্ত্রণালয় বেটার ওয়ার্ক অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস প্রোগ্রাম (BEST) বাস্তবায়ন করছে। দেশে উৎপাদিত পণ্য, উপকরণ বা যন্ত্রপাতির গুণগত মান ও গ্রাহক সেবা আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা এ কর্মসূচির অন্যতম উদ্দেশ্য। বাংলাদেশে পণ্যের গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বেটার ওয়ার্ক এন্ড স্ট্যান্ডার্ডস্ প্রোগ্রামের (BEST) আওতায় ইতোমধ্যে ন্যাশনাল কোয়ালিটি পলিসি (National Quality Policy)'র কনসেপ্ট পেপার প্রণয়ন করা হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলেও এর কার্যকর বাস্তবায়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ, বাণিজ্য, পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও সংস্থার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী দল (Core Group) গঠন করা হয়েছে।

থাইল্যান্ড বাণিজ্য প্রদর্শনীর উদ্বোধন
বিশেষায়িত শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলার পরামর্শ

বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ইতোমধ্যে এক বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। বর্তমানে দ্বি-পাক্ষিক রপ্তানি বাণিজ্য থাইল্যান্ডের অনুকূলে থাকলেও ২০১১-১২ অর্থবছরে থাইল্যান্ডে বাংলাদেশের রপ্তানির পরিমাণ বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। শিল্পখাতে পারস্পরিক সহায়তা ও বিনিয়োগ বাড়িয়ে বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডের মধ্যে বিরাজমান বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর পাশাপাশি দ্বি-পাক্ষিক রপ্তানির পরিমাণ আরো বৃদ্ধি করা সম্ভব। গত ০৭ মার্চ রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে আয়োজিত 'থাইল্যান্ড বাণিজ্য প্রদর্শনী-২০১৩ (Thailand Trade Show-2013)'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা একথা বলেন। থাইল্যান্ডের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য উন্নয়ন দপ্তর (DITP) এবং বাংলাদেশে থাই দূতাবাস যৌথভাবে তিন দিনব্যাপী এ প্রদর্শনীর আয়োজন করে। শিল্পমন্ত্রী দিলীপ বড়ুয়া প্রধান অতিথি হিসেবে এর উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বাংলাদেশে থাই দূতাবাসের কমার্শিয়াল কাউন্সিলর উষা উইজারুন (Usa Wijarurn), বাংলাদেশ থাই চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিটিসিসিআই) প্রেসিডেন্ট এম এ মোমেন বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ড উভয়ই এশিয়ার উদীয়মান অর্থনীতির দেশ। বাংলাদেশের মতো থাইল্যান্ড গত আট বছর ধরে শতকরা ৭ ভাগ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখেছে। দু'দেশের চলমান শিল্পায়ন প্রক্রিয়া অনেকটা একই রকম হলেও বাংলাদেশের শ্রম শক্তি কাজে লাগিয়ে থাইল্যান্ডের উদ্যোক্তারা বিনিয়োগে এগিয়ে আসতে পারে। তারা বাংলাদেশে থাইল্যান্ডের বিনিয়োগকারীদের জন্য বিশেষায়িত শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলার পরামর্শ দেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, জ্ঞানভিত্তিক শিল্পায়নের লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ বিদেশী উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্যাকেজ সুবিধা দিচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশ বিনিয়োগের জন্য দক্ষিণ এশিয়ার একটি উৎকৃষ্ট স্থান। তিনি থাই উদ্যোক্তাদের বাংলাদেশে সরাসরি বা যৌথ বিনিয়োগে এগিয়ে আসার পাশাপাশি থাইল্যান্ডের উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর শিল্প-কারখানা বাংলাদেশে স্থানান্তরের পরামর্শ দেন। তিন দিন ব্যাপী আয়োজিত এ প্রদর্শনীতে থাইল্যান্ডের ৪৭ টি উৎপাদক ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। এসব প্রতিষ্ঠান অটোমোবাইল পার্টস ও এক্সেসরিজ, নির্মাণ উপকরণ, হার্ডওয়্যার ও মেশিনারি, ইলেকট্রনিক, ফ্যাশন ওয়্যার, খাদ্যপণ্য, গার্মেন্টস ও ফ্যাশন এক্সেসরিজ, উপহার ও সাজসজ্জা সরঞ্জাম, স্বাস্থ্য সেবা ও রূপচর্চা পণ্য, কিচেন ওয়্যার, চামড়া ও পাদুকা পণ্যসহ মোট ১০ প্রকারের পণ্য সামগ্রী প্রদর্শন করে।

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের অগ্রযাত্রা

মোঃ আবু আবদুল্লাহ, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড

কোনও পণ্য ও সেবার মান নিশ্চয়তা প্রদানে এ্যাক্রেডিটেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। আমাদের দেশে এই ধারণাটা নতুন। প্রথমেই প্রশ্ন জাগে এ্যাক্রেডিটেশন কি? এ্যাক্রেডিটেশন হলো এমন একটি আন্তর্জাতিক সিদ্ধ পন্থা, যার দ্বারা বিশ্বের যে কোন প্রান্তে উৎপাদিত পণ্য বা সেবা সারা বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্যতা পেয়ে থাকে। এই এ্যাক্রেডিটেশনের মাধ্যমেই উৎপাদিত পণ্য বা সেবার সর্বশেষ গ্রহীতা অর্থাৎ ভোক্তাকে এর কোয়ালিটি বা মান সম্পর্কে নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়। কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষই এ্যাক্রেডিটেশনের মাধ্যমে এ নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে। বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) হ'ল বাংলাদেশের জন্য সেই দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান।

এ্যাক্রেডিটেশনের প্রয়োজনীয়তা এক কথায় ব্যাপক। আমরা প্রতিনিয়ত কি ধরনের পণ্য গ্রহণ করি তার নিশ্চয়তা পেতে হলে এ্যাক্রেডিটেশন ব্যবস্থা খুবই জরুরী। যেমন-পণ্য বা সেবা উৎপাদক হলো First Party (প্রথম পক্ষ), যারা সুনির্দিষ্ট নিয়ম কাঠামো ও মান অনুযায়ী পণ্য বা সেবা উৎপাদন করে। আর বিদ্যমান পরীক্ষাগার, পরিদর্শন ও সনদপ্রদানকারী সংস্থাকে বলা হয় Second Party (দ্বিতীয় পক্ষ), যারা পরীক্ষা, পরিদর্শন কিংবা অডিট করে উৎপাদিত পণ্য বা সেবার মান ঠিক আছে কিনা তা যাচাই করে। দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক পরিচালিত এ কার্যক্রমকে বলা হয় Conformity Assessment। এটি সঠিকভাবে ও আন্তর্জাতিক মান অনুসারে হচ্ছে কিনা অর্থাৎ পরীক্ষাগারের পরীক্ষণ সক্ষমতা আছে কিনা, পরিদর্শন ও সনদপ্রদানকারী সংস্থাগুলোর পরিদর্শন, অডিট ইত্যাদি পরিচালনা করার যোগ্যতা ও দক্ষতা আছে কিনা- তা নির্ধারনের জন্য প্রয়োজন তৃতীয় একটি পক্ষ- যার নাম এ্যাক্রেডিটেশন কর্তৃপক্ষ।

এবার প্রশ্ন আসে এ্যাক্রেডিটেশনের সুবিধাভোগী কারা? এ্যাক্রেডিটেশন ব্যবস্থা একটি সর্বজনীন ব্যবস্থা। এর উপকারিতা সর্বস্তরেই বিদ্যমান। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সকলেই এর সুবিধা ভোগ করতে পারেন। প্রথমত, এ্যাক্রেডিটেশন সরাসরি কনফরমিটি অ্যাসেসমেন্ট বডিগুলোকে সহায়তা করে। পরীক্ষাগার, পরিদর্শন ও সনদপ্রদানকারী সংস্থাগুলো এ্যাক্রেডিটেশন গ্রহণ করে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত হবার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, এ্যাক্রেডিটেশন ব্যবস্থা বাণিজ্যের প্রসারে সহায়তা করে থাকে। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যে এ্যাক্রেডিটেশন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম। তৃতীয়ত, সরকার ও এর নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহ এ্যাক্রেডিটেশনের উপকার ভোগ করতে পারে। দেশের মান অবকাঠামো ও Technical Regulation কাঠামো তৈরিতে এ্যাক্রেডিটেশন সরকার ও নিয়ন্ত্রকদের যোগ্য, উপযুক্ত ও সক্ষম Suppliers, Contractors, Service Providers বেছে নিতে সহায়তা করে। সবশেষে বলা যায়, জনসাধারনের উপকারের জন্যই এ এ্যাক্রেডিটেশন। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে এ্যাক্রেডিটেশনের মাধ্যমে গ্রাহক তথা ভোক্তা মানের ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পেতে পারেন।

এ্যাক্রেডিটেশন কিভাবে ব্যবসা বাণিজ্যকে প্রভাবিত করে? এ্যাক্রেডিটেশনের সরাসরি গ্রাহক হলো- Conformity Assessment Body যেমন: পরীক্ষাগার, পরিদর্শন সংস্থা, সনদপ্রদানকারী সংস্থা ইত্যাদি। যারা এ্যাক্রেডিটেশন গ্রহণ করলে বিশ্বব্যাপী তাদের কার্যক্রমের স্বীকৃতি অর্জিত হয়, যা তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারে সহায়তা করে। অপরদিকে, উৎপাদক প্রতিষ্ঠানসমূহ এই এ্যাক্রেডিটেড Conformity Assessment Body দ্বারা নিজেদের সক্ষমতা ও উৎপাদিত পণ্য বা সেবার মান যাচাই করবে, এতে করে বিশ্ব বাজারে পণ্য ও সেবার চাহিদা বৃদ্ধি পাবে এবং কোম্পানীসমূহ ব্যবসায় প্রসার লাভ করবে।

একটি আধুনিক ল্যাব পরিদর্শণ করছেন বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড-এর কর্মকর্তাবৃন্দ

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড ছয়টি দেশীয় ও বহুজাতিক টেস্টিং ল্যাবরেটরিকে আন্তর্জাতিক মান অনুসারে অ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন করে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান করেছে। ইতোমধ্যে Bangladesh Standard and Testing Institution (BSTI)-এর National Metrology Laboratory (NML)-এর ছয়টি ল্যাবরেটরিকে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে BAB ও নরওয়েজিয়ান এ্যাক্রেডিটেশন (NA)-এর যৌথ এ্যাক্রেডিটেশন প্রদানের লক্ষ্যে অ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন হয়েছে। এ উদ্যোগের মাধ্যমে BSTI-NML-এর ল্যাবরেটরিগুলো এ্যাক্রেডিটেশন সনদ পেলে এদেশের ল্যাবগুলোর জন্য ক্যালিব্রেশন সার্টিফিকেট প্রাপ্তি সহজ হবে। বোর্ডে আরও ১৫টি এ্যাক্রেডিটেশন আবেদনপত্র জমা হয়েছে, যা বোর্ডের প্রতি এ দেশের পরীক্ষাগারসমূহের আস্থার প্রকাশ বলে গণ্য করা যায়। বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড দেশের পরীক্ষাগারসমূহের মধ্যে আন্তর্জাতিক মান অনুসরণের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনায় ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে।

আন্তর্জাতিক মান এবং কর্মকান্ডের গাইড লাইনের সাথে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডে গত ২০১৩ সালের এপ্রিলে, নরওয়ের এ্যাক্রেডিটেশন (এনএ) থেকে আমন্ত্রিত দু'জন অভিজ্ঞ অডিটর বিএবি'র ২০১৩ সালের Internal Audit সম্পন্ন করেছে। এ ছাড়া গত ০৫-০৮ মে, ২০১৩ Canada ও India হতে দু'জন APLAC Peer Evaluator, APLAC গাইড লাইন অনুসারে বিএবি' এর Preliminary Evaluation সম্পন্ন করেছেন। এই কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে বিএবি'র মান ব্যবস্থাপনাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীতকরণ ও বিএবি'র Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement (APLAC-MRA) স্বাক্ষরকারী হওয়ার প্রাথমিক প্রাক যোগ্যতা পর্যালোচনা করার সুযোগ হয়েছে। এছাড়া Proficiency Testing, Metrology, Testing & Calibration এবং জাতীয় মান অবকাঠামো নীতি (National Quality Policy) প্রণয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখা সম্ভব হয়েছে। অ্যাসেসমেন্টের জন্য দক্ষ জনবল তৈরি ও বিএবি'র অ্যাসেসমেন্ট পদ্ধতির ওপর অ্যাসেসরদেরকে সম্যক ধারণা প্রদানের জন্য উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করেছে।

এ্যাক্রেডিটেশন কিভাবে ব্যবসা বাণিজ্যকে প্রভাবিত করে? এ্যাক্রেডিটেশনের সরাসরি গ্রাহক হলো- Conformity Assessment Body যেমন: পরীক্ষাগার, পরিদর্শন সংস্থা, সনদপ্রদানকারী সংস্থা ইত্যাদি। যারা এ্যাক্রেডিটেশন গ্রহণ করলে বিশ্বব্যাপী তাদের কার্যক্রমের স্বীকৃতি অর্জিত হয়, যা তাদের ব্যবসা বাণিজ্য প্রসারে সহায়তা করে। অপরদিকে, উৎপাদক প্রতিষ্ঠানসমূহ এই এ্যাক্রেডিটেড Conformity Assessment Body দ্বারা নিজেদের সক্ষমতা ও উৎপাদিত পণ্য বা সেবার মান যাচাই করবে, এতে করে বিশ্ব বাজারে পণ্য ও সেবার চাহিদা বৃদ্ধি পাবে এবং কোম্পানীসমূহ ব্যবসায় প্রসার লাভ করবে।

দেশে বিদেশে এ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ক বিভিন্ন সভা ও সেমিনারে অংশগ্রহণ ও কার্যক্রমে যোগদানের মাধ্যমে সম্প্রসারিত হয়েছে বোর্ডের কাজ। এছাড়াও বিদেশে অন্যান্য এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড এর সাথে বিএবি'র পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ ও বেলারুশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের উপস্থিতিতে বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড ও বেলারুশের জাতীয় কেন্দ্রীয় এ্যাক্রেডিটেশন সংস্থার (BSCA) মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য একটি সমঝোতা স্মারক (Memorandum of Understanding) স্বাক্ষরিত হয়েছে।

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) আপনার উৎপাদিত পণ্য সম্পর্কে দেশ-বিদেশের ক্রেতার কেবল আস্থা বাড়াবে তাই নয়, পণ্যের গুণগত মানের বিশ্বস্বীকৃতি অর্জনেও সহায়তা জোগাবে। যেহেতু গোটা বিশ্ব বাণিজ্য এখন 'গ্লোবাল ভিলেজ'-এর ধারণাকে সামনে রেখে এগিয়ে চলেছে, তাই পণ্যের বিশ্ব বাজারের প্রবেশাধিকার লাভ খুবই জরুরি। বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড বিশ্ব বাজারে পণ্যের অবাধ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতেই কাজ করে চলেছে। বোর্ডের দরজা সহায়তার জন্য সবসময়ই উন্মুক্ত।

মান পরীক্ষাগারের অ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান

শিল্পখাতে উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান ও ওজনের যথার্থতা নির্ধারণের জন্য দেশে স্থাপিত বিভিন্ন মান পরীক্ষাগার (টেস্টিং ল্যাবরেটরি) ও ক্যালিব্রেশন ল্যাবরেটরির অনুকূলে অ্যাক্রেডিটেশন বা মান নিশ্চয়তা সনদ প্রদানের পূর্ণ সক্ষমতা অর্জন করেছে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি)। এর ফলে এখন থেকে এ দু'ধরনের ল্যাবরেটরিকে বিদেশি প্রতিষ্ঠান থেকে অ্যাক্রেডিটেশন সনদ গ্রহণের প্রয়োজন হবে না। এতে করে শিল্প উদ্যোক্তারা অল্প খরচে দ্রুত অ্যাক্রেডিটেশন সনদ নিতে পারবে। ৩০ জুলাই বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) আয়োজিত 'আন্তর্জাতিক মানসনদ আইএসও/আইইসি ১৭০২৫ (ISO/IEC 17025)'র ওপর প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে এ তথ্য জানানো হয়। শিল্পমন্ত্রী দিলীপ বড়ুয়া এতে প্রধান অতিথি এবং শিল্প প্রতিমন্ত্রী ওমর ফারুক চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। এতে অন্যদের মধ্যে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের (বিএবি) মহাপরিচালক মোহাম্মদ আবু আবদুল্লাহ ও পরিচালক সুধাকর দত্ত বক্তব্য রাখেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, শিল্প সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্য অর্জন করতে হলে, দেশে উৎপাদিত শিল্প পণ্যের রপ্তানি বাড়াতে হবে। এর জন্য পণ্যের মান ও গুণ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে। এক্ষেত্রে দেশিয় ল্যাবরেটরিগুলোর গুণগতমানের বিষয়ে দেশে-বিদেশে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন জরুরি। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) এর সক্ষমতা

আন্তর্জাতিক মানসনদ আইএসও/আইইসি ১৭০২৫ এর ওপর আয়োজিত প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে শিল্প মন্ত্রী

মাধ্যমে মহাজোট সরকার এ লক্ষ্য অর্জনে কাজ করছে বলে তিনি জানান। তিনি অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের প্রবণতা পরিহার করে সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে পণ্যের গুণ ও মানোন্নয়নে মনোনিবেশ করতে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের প্রতি পরামর্শ দেন। শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশের ভোক্তাগোষ্ঠির মাঝে মান সংক্রান্ত সচেতনতার চেয়ে মূল্য সংক্রান্ত সচেতনতা অনেক বেশি। এজন্য কোনো কোনো শিল্প উদ্যোক্তা গুণগতমানের পণ্য উৎপাদনের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। তিনি এ প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতার আলোকে জাতীয় পর্যায়ে পণ্যের মানের বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য কর্মক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে প্রশিক্ষণার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

২০১৪ সালের মধ্যেই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাবে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি)। এ লক্ষ্যে সংস্থাটি ইতোমধ্যে ৬টি দেশি-বিদেশি মাননির্ধারণী প্রতিষ্ঠানকে অ্যাক্রেডিটেশন সনদ ইস্যু করে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনের বাধ্যবাধকতা পূরণ করেছে। গত ১৫ জুলাই শিল্প মন্ত্রণালয়ের এনপিও সম্মেলন কক্ষে 'আন্তর্জাতিক মানসনদ আইএসও/আইইসি ১৭০২৫ (ISO/IEC 17025)'র ওপর আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় এ তথ্য জানানো হয়। অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী দিলীপ বড়ুয়া প্রধান অতিথি ছিলেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী মেধাসম্পদের ব্যবহার বাড়ছে। ফলে উদ্ভাবনী প্রচেষ্টা ক্রমান্বয়ে শিল্পে পরিণত হচ্ছে। শিল্প সচিব বলেন, ল্যাবরেটরির মান ব্যবস্থাপকগণ দেশের ১৬ কোটি মানুষের মধ্যে সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণির অংশ। সমাজের উন্নয়নে তাদের নৈতিক ও পেশাগত দায়িত্ব রয়েছে। এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন টেক্সটাইল, ফার্মাসিউটিক্যাল, ফিসারিজ ও সিমেন্ট ল্যাবরেটরির ২৯ জন কোয়ালিটি ব্যবস্থাপক অংশ নেন। শিল্পমন্ত্রী তাদের হাতে সনদ তুলে দেন। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) এর মহাপরিচালক মোহাম্মদ আবু আবদুল্লাহর অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্।

নৈপুণ্য বিকাশ কেন্দ্রের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরীতে বিসিকের কর্মশালা

দেশে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের উন্নয়নের জন্য উদ্যোক্তা ও দক্ষ জনবল তৈরী এবং জনশক্তি রফতানির লক্ষ্যে মানবসম্পদ উন্নয়নে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের (বিসিক) প্রযুক্তি ও সাব-কন্ট্রাক্টিং বিভাগের উদ্যোগে বিসিক ভবনে 'নৈপুণ্য বিকাশ কেন্দ্রসমূহের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মানোন্নয়ন' শীর্ষক কর্মশালায় বক্তাগণ এ অভিমত প্রকাশ করেন। গত ২৩ এপ্রিল বিসিক চেয়ারম্যান ফখরুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে ওয়ার্কশপের উদ্বোধন করেন। এতে বিসিকের পরিচালকবৃন্দসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন বিসিকের পরিচালক (প্রযুক্তি) আবু তাহের খান। অনুষ্ঠানে বিসিক চেয়ারম্যান বলেন, দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের দ্রুত বিকাশে এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে মানবসম্পদ উন্নয়ন একান্ত প্রয়োজন।

কর্মশালায় জানানো হয় যে, দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত বিসিকের ১৫টি নৈপুণ্য বিকাশ কেন্দ্রের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ২ হাজার ১৩৭টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে প্রায় ৩৭ হাজার জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৩ থেকে ৬ মাস মেয়াদি যে সব ট্রেডে এ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে ইলেকট্রিক হাউজ ওয়্যারিং, ফিটিং কাম মেশিনসপ প্রাক্টিসেস, রেফ্রিজারেটর এ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনার রিপেয়ারিং ও মোবাইল ফোন রিপেয়ারিং ইত্যাদি।

এপাশ

বঙ্গবন্ধুর ৩৮তম শাহাদাত বার্ষিকী পালন

বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৩৮তম শাহাদাত বার্ষিকী পালন উপলক্ষে "বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু" শীর্ষক আলোচনা সভা, বিশেষ মোনাজাত ও প্রার্থনা গত ১৮ আগস্ট বিকালে বিসিআইসি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। শিল্পমন্ত্রী দিলীপ বড়ুয়া এতে প্রধান অতিথি ছিলেন। শিল্পসচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী ওমর ফারুক চৌধুরী। বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে বক্তাগণ বলেন, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের জনগণের জন্য অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির সংগ্রাম করে গেছেন। তিনি রাজনৈতিক স্বাধীনতা আনতে সক্ষম হলেও স্বল্প সময়ের মধ্যে অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারেন নি। শিল্পমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু অসাধারণ নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার মাধ্যমে দেশের নিরস্ত্র মানুষকে সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণের সাহস যুগিয়েছিলেন। যারা জাতির পিতা হিসেবে বঙ্গবন্ধুর অসাধারণ ত্যাগ ও কৃতিত্ব অস্বীকার করে, তারা কখনোই বাংলাদেশের স্বাধীনতার দর্শনে বিশ্বাস করে না। শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও চেতনাকে ধারণ করে সোনার বাংলা গড়তে হবে। তিনি আরও বলেন, বঙ্গবন্ধুই বিশ্বের একমাত্র নেতা, যিনি দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে শতকরা ৯৫ ভাগ মানুষকে এক কাতারে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি শিল্পমন্ত্রণালয়ের সচিব বলেন, শুধু স্মৃতিচারণ নয়, বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর কাঙ্খিত সোনার বাংলা গড়তে আমাদের সকলকেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে। প্রধান আলোচক বলেন, সরকারি দায়িত্বপালন কালে তিনি বঙ্গবন্ধুর সাহচর্যে আসেন। বঙ্গবন্ধুর দেশপ্রেম ও উদারতার উদাহরণ হিসেবে কিছু স্মৃতিচারণ করে তিনি আরও বলেন, অন্য কারো নেতৃত্বের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর তুলনার কোন অবকাশ নেই।

"বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু" শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান আলোচক বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান

লবণ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করেছে

চলতি ২০১২-২০১৩ সালে লবণ উৎপাদন মৌসুমের মে মাস পর্যন্ত দেশে মোট ১৬ লাখ ৩৩ হাজার ৮৭৭ মেট্রিক টন লবণ উৎপাদিত হয়েছে। এ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১ লাখ ১৩ হাজার ৮৭৭ মেট্রিক টন বেশী। অন্যদিকে, গত ২০১১-১২ সালের একই সময়ের লবণ উৎপাদনের পরিমাণে'র চেয়ে ৪ লাখ ৯৮ হাজার ৭৬৬ মেট্রিক টন বেশি। চলতি মৌসুমে দেশে ১৫ লাখ ৬ হাজার মেট্রিক টন লবণের চাহিদার বিপরীতে ১৫ লাখ ২০ হাজার মেট্রিক টন লবণ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এ বছর কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম উপকূলীয় এলাকার মোট ৬২ হাজার ৭১৮ একর জমিতে ৪৩ হাজার ৩৯০ জন চাষী লবণ উৎপাদন করছেন।

দেশকে লবণ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও চাহিদা অনুযায়ী লবণের সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে লবণ শিল্পের বিকাশ জরুরি। বিসিকের সহায়তায় ১৯৬১ সাল থেকে দেশের কক্সবাজার ও চট্টগ্রামে উপকূলীয় এলাকায় সৌর পদ্ধতিতে লবণ উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হয়। ৪টি প্রশিক্ষণ কাম প্রদর্শণী কেন্দ্রের মাধ্যমে স্থানীয় এলাকার লবণ চাষীকে সাদা লবণ চাষে উন্নত প্রযুক্তি ও পদ্ধতির প্রয়োগ বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করে লবণ উৎপাদন এবং লবণের গুণগত মান উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালত হয়। ডিসেম্বর হতে মে মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত দেশে সৌর পদ্ধতিতে লবণ উৎপাদিত হয়ে থাকে।

বিসিক উদ্ভাবিত পলিথিন প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদিত লবণের বাজার মূল্য বেশি এ ফলে পলিথিন পদ্ধতিতে লবণ উৎপাদন সনাতন পদ্ধতির চেয়ে শতকরা ৩০ ভাগ বেশী হওয়ায় প্রতিবছর পলিথিন পদ্ধতিতে লবণ উৎপাদনের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এসএমই ফাউন্ডেশনের পোশাক প্রদর্শনী

রাজধানীর জাতীয় জাদুঘরে দুইদিনব্যাপী এসএমই উদ্যোক্তাদের তৈরী পোশাক প্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন শিল্পমন্ত্রী ও এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন দিলীপ বড়ুয়া। ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক(ভারপ্রাপ্ত) মো: মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই আয়োজনে বিশেষ অতিথি হিসেবে ফ্যাশন ডিজাইনার বিবি রাসেল, শান্ত মারিয়াম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. সামসুল হক, ব্রিটিশ কাউন্সিলের প্রোগ্রাম ডিরেক্টর রবিন ডেভিস, ফ্যাশন প্রশিক্ষক চন্দ্রশেখর সাহা, ফাউন্ডেশনের জিএম এসএম শাহীন আনোয়ার, ও ডিজিএম মামুনুর রহমান বক্তব্য রাখেন।

ইতোমধ্যেই এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রাপ্ত ওয়ার্কিং উইথ ফ্যাশন ডিজাইন শীর্ষক প্রশিক্ষণের ১৯৭ জন প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে থেকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রশিক্ষণার্থীদের উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে এই প্রশিক্ষণার্থীগণ একটি নির্দিষ্ট থিম, মুড বোর্ড ও ডিজাইনের ওপর ভিত্তি করে পোশাক তৈরি করেছে। তাদের মধ্যে সেরা ২২জনের তৈরি পোশাকই এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। এসএমই ফাউন্ডেশন থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত "এসএমই পোশাক ডিজাইনারদের" সাথে দেশের স্বনামধন্য ও জনপ্রিয় ডিজাইন হাউস এবং পোশাক-বিক্রেতা শোরুম-স্বত্ত্বাধিকারিদের ব্যবসা সংযোগ/মার্কেট লিংকেজ স্থাপন করাই এই আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য।

এসএমই উদ্যোক্তাদের তৈরী পোশাক প্রদর্শনীতে শিল্পমন্ত্রী ও শিল্প সচিব

বর্তমানে বেশীরভাগ আগ্রহী উদ্যোক্তা বিশেষকরে নারী উদ্যোক্তাগণ ফ্যাশন ও ফ্যাশন ডিজাইন সংক্রান্ত ব্যবসা করতে আগ্রহী। বেশিরভাগ এসএমই উদ্যোক্তাদের ফ্যাশন ডিজাইন সম্পর্কিত প্রাথমিক পুঁথিগত কোন জ্ঞান থাকে না। কেবল কিছুটা ধারণা নিয়ে তারা ব্যবসায় সম্পৃক্ত হন। এ বাস্তবতাকে উপলব্ধি করে বিগত কয়েক বছর ধরে ফাউন্ডেশন ফ্যাশন ডিজাইন শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ

মোস্তাফা জব্বার

লেখক তথ্যপ্রযুক্তিবিদ, কলামিস্ট, দেশের প্রথম ডিজিটাল নিউজ সার্ভিস আবাসের চেয়ারম্যান, সাংবাদিক, বিজয় কীবোর্ড ও সফটওয়্যার এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ ধারণা ও কর্মসূচির প্রণেতা। এছাড়া তিনি বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের সভাপতি।

ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন ব্যবস্থা চালু করে। পাকিস্তান উত্তরাধিকার সূত্রে সেই প্রযুক্তি গ্রহণ করে। ব্রিটিশ আমলেই ঢাকায় রেডিও চালু হয়। ১৯৬৪ সালে বাংলাদেশে কম্পিউটার আসে। একই বছর ঢাকায় টিভি অনুষ্ঠান, সমাবেশ, জনসভা ইত্যাদি এমনকি ইন্টারনেটে অনলাইন চালু হয়। স্বাধীনতার পরপরই বঙ্গবন্ধু টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ বোর্ডকে সচল করে বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি বিকাশের নতুন যুগের সূচনা করেন। কিন্তু, তাকে নির্মমভাবে হত্যা করার পর থেকে প্রগতি ও প্রযুক্তিকে তালাবদ্ধ করে রাখা হয়। এরপর ৯২-৯৪ সালে তথ্যপ্রযুক্তির মহাসরণিতে যুক্ত হবার এক ঐতিহাসিক সুযোগকে হাতছাড়া করা হয়েছে। তবে ৯৬ সালে প্রথম সরকার গঠন করেই জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশের সিঁড়িতে অধিষ্ঠান করেন। ৯৬ সালে অনলাইন ইন্টারনেট, ৯৭ সালে মোবাইলের মনোপলি ভাঙ্গা ও ৯৮ সালে কম্পিউটারের ওপর থেকে শুল্ক ও ভ্যাট প্রত্যাহারের যে কার্যক্রমসমূহ তিনি গ্রহণ করেন তারই ধারাবাহিকতা হলো আজকের ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি। বস্তুত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সুবর্ণ সময়ের সূচনা হয় শেখ হাসিনা প্রথম বারের মতো প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করার পর থেকে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণার মূল ভিত্তি সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে যা বলা যায় তা হলো, এটি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা। আমরা সেই সোনার বাংলাকে ডিজিটাল বাংলাদেশ বলছি। কারণ, ডিজিটাল প্রযুক্তিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে আমরা সুখী-সমৃদ্ধ, বৈষম্যহীন, দুর্নীতিমুক্ত, জ্ঞানভিত্তিক সেই সোনার বাংলা গড়তে চাই। এজন্য চাই ডিজিটাল সরকার, ডিজিটাল জীবনধারা, ডিজিটাল শিক্ষাব্যবস্থা ও সার্বজনীন সংযুক্তি।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গতিধারা: খুব সঙ্গতকারণেই একটি স্বাভাবিক প্রশ্ন দেখা দেবে যে, বিগত সাড়ে চার বছরে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার আন্দোলনে বর্তমান সরকারের গতিধারাটি কেমন ছিলো।

ক. জনগণের রাষ্ট্র: বিগত সাড়ে চার বছরে দেশটিকে জনগণের রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য সরকার দেশের সংবিধানকে তার জন্মকালিন অঙ্গীকার ও জনগণের শেকড়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে। এই সময়ে ইভিএম ও ছবিসহ ভোটার তালিকা ব্যবহার করে নির্বাচনকে ডিজিটাল করার সাহসী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছানোর পাশাপাশি মৌলিক চাহিদার সাথে সম্পৃক্ত সেবাসমূহের সম্প্রসারণ করে ডিজিটাল যুগের অগ্রযাত্রাকে শক্তিশালী করা হয়েছে। তথ্যপ্রাপ্তি ও তথ্য অধিকারকে আরও সুসংহত করা হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে প্রায় ৭ শতাংশের কাছাকাছি উন্নীত করা, ৪ লক্ষ চাকরি প্রদান ও ৬৮ লক্ষ কর্মসংস্থানসহ নানা পর্যায়ের অবকাঠামো উন্নয়ন করে নাগরিকদের জীবন মান উন্নয়ন করা হয়েছে। একটি সুখী-সমৃদ্ধ-উন্নত সোনার বাংলা গড়ে তোলার এই প্রয়াসকে একটি স্বর্ণোজ্জ্বল সময় হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারি মানুষের সংখ্যা শতকরা ৩০ ভাগে নামিয়ে আনা একটি অসাধারণ অর্জন বলেও গণ্য হতে পারে। তবে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা, সকলের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি, বৈষম্যহীনতা, দুর্নীতি উচ্ছেদ, ন্যায় বিচার ও সুশাসন কায়েম ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে অনেক অপূর্ণতা এখনও রয়ে গেছে। জন্মের অঙ্গীকার অনুসারে বাংলাদেশ গড়ে তুলেই কেবল আমরা একটি জনগণের রাষ্ট্র কায়েম করতে পারি। তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নসহ মিডিয়ার স্বাধীনতা এই সরকারের একটি মাইলফলক অর্জন হিসেব মনে করা হয়ে থাকে।

খ. ডিজিটাল সরকার:

বিগত চার বছরে বাজেট পেশ থেকে শুরু করে, সংসদ সদস্য ও সংসদ সচিবালয়কে ডিজিটাল করার প্রক্রিয়ার বিকাশ দেখা গেছে। সংসদ সদস্য ও রাজনীতিকদের সাথে নাগরিকদের ইন্টারঅ্যাকশন এরই মাঝে শুরু হয়েছে। অনেক সংসদ সদস্য নিজেদের ওয়েব পেজ বা ফেসবুক পেজ তৈরি করে নাগরিকদের সাথে মত বিনিময় করছেন। তাদের ই-মেইল একাউন্ট রয়েছে যাতে জনগণ তাদের মতামত পাঠাতে পারেন। দিনে দিনে রাজনৈতিক দলগুলো ডিজিটাল প্রক্রিয়ায় রাজনীতি চর্চা করতে শুরু করেছে। আওয়ামী লীগসহ রাজনৈতিক দলগুলোর ওয়েবসাইটের পাশাপাশি অন্যান্য ক্ষেত্রে ইন্টারনেট ব্যবহারের প্রবণতা বাড়ছে। আওয়ামী লীগ ও বিএনপিসহ কোন কোন রাজনৈতিক দল তাদের সম্প্রচারের ব্যবস্থাও করছে। বিগত জাতীয় নির্বাচনের আগেই ছবিসহ ডিজিটাল ভোটার তালিকা প্রস্তুত হয়েছিলো এবং সেই ডিজিটাল ভোটার তালিকা ও তার আপডেটের ভিত্তিতেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই প্রচেষ্টাকে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানের প্রকল্পে রূপান্তরিত করা হচ্ছে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট প্রদান করার কাজটি এখন কেবল সুচারুরূপে সম্পন্ন হচ্ছেনা-বরং দেশ-বিদেশে এর কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে। ভিসা প্রদানের বিষয়টিকেও ডিজিটাল করা হয়েছে। জেলা প্রশাসনকে ডিজিটাল করা হয়েছে। যশোরকে ডিজিটাল জেলা ঘোষণা করার পর সকল জেলাকে ডিজিটাল করার কাজ চলছে। ২০১৩

বিগত চার বছরে বাজেট পেশ থেকে শুরু করে, সংসদ সদস্য ও সংসদ সচিবালয়কে ডিজিটাল করার প্রক্রিয়ার বিকাশ দেখা গেছে এই সময়ে। সংসদ সদস্য ও রাজনীতিকদের সাথে নাগরিকদের ইন্টারব্যাকশন এরই মাঝে শুরু হয়েছে। অনেক সংসদ সদস্য নিজেদের ওয়েব পেজ বা ফেসবুক পেজ তৈরি করে নাগরিকদের সাথে মত বিনিময় করছেন। তাদের ই-মেইল একাউন্ট রয়েছে যাতে জনগণ তাদের মতামত পাঠাতে পারেন। দিনে দিনে রাজনৈতিক দলগুলো ডিজিটাল প্রক্রিয়ায় রাজনীতি চর্চা করতে শুরু করেছে। আওয়ামী লীগসহ রাজনৈতিক দলগুলোর ওয়েবসাইটের পাশাপাশি অন্যান্য ক্ষেত্রে ইন্টারনেট ব্যবহারের প্রবণতা বাড়ছে। আওয়ামী লীগ ও বিএনপিসহ কোন কোন রাজনৈতিক দল তাদের সম্প্রচারের ব্যবস্থাও করছে। বিগত জাতীয় নির্বাচনের আগেই ছবিসহ ডিজিটাল ভোটার তালিকা প্রস্তুত হয়েছিলো এবং সেই ডিজিটাল ভোটার তালিকা ও তার আপডেটের ভিত্তিতেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই প্রচেষ্টাকে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানের প্রকল্পে রূপান্তরিত করা হচ্ছে।

লেখকের জন্য

শিল্প বার্তায় প্রকাশের লক্ষ্যে তথ্য সমৃদ্ধ প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতা নিচের ঠিকানায় প্রেরণ করুন

E-mail
shilpabarta.moind@gmail.com

সালের মাঝে জেলা পর্যায়ের সকল অফিস ডিজিটাইস্ট হবার কথা। তবে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ সচিবালয় উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে ডিজিটাল করা হয়নি। সচিবালয় যে কাগজের পদ্ধতিতে কাজ করছিলো এখনও সেই প্রথাই বহাল রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে ডিজিটাল ব্যবস্থা প্রচলন পিছিয়ে পড়ার দৃষ্টান্তও রয়েছে।

অ. আইন ও নীতি প্রসঙ্গ: সরকার এরই মাঝে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নামে একটি আলাদা মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেছে। এটি প্রথমে বিভাগ ও পরে এটি একটি স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণালয়ে পরিণত হয়েছে। এই সরকার ক্ষমতায় আসার ১০০ দিনের মাঝেই প্রণয়ন করেছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০০৯। আইসিটি এ্যাক্ট ২০০৬-এর সংশোধন করা হয়েছে ২০০৯ সালে। সেই সংশোধনী দেশে একটি ডিজিটাল সিগনেচার কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পন্ন করতে সহায়ক হয়েছে। মোবাইলের ২জির লাইসেন্স নবায়ন, কল সেন্টার লাইসেন্স ইস্যু করা, ইন্টারনেট গেটওয়ে ও ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ সংক্রান্ত গাইডলাইন তৈরি, ভিওআইপি লাইসেন্স প্রদান, ওয়াইম্যাক্সের প্রসার, টেলিটক কর্তৃক থ্রিজি চালু ও লাইসেন্স ইস্যুর পাশাপাশি ৩জি/৪জি লাইসেন্স ইস্যুর প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এরই মাঝে ওয়াইম্যাক্স সেবার গাইডলাইন অনুসারে প্রদত্ত লাইসেন্সের আওতায় দুটি প্রতিষ্ঠান দেশে ওয়াইম্যাক্স সেবার সম্প্রসারণ করেছে। ই-কমার্স ও অনলাইন পেমেন্ট ব্যবস্থাকে বৈধতা দিয়ে ই-কমার্স ও মোবাইল ব্যাঙ্কিং চালু করা হয়েছে। চালু হয়েছে ন্যাশনাল পেমেন্ট গেটওয়ে। স্বয়ংক্রিয় চেক ক্লিয়ারেন্সসহ অনলাইন ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণীত ও কার্যকর হয়েছে। বাংলা প্রমিতকরণ, উন্নয়ন ও গবেষণার জন্য গঠিত একটি কমিটি কাজ করে যাচ্ছে। বিডিএস ১৫২০: ২০১১ নামে বাংলা এনকোডিং প্রমিত করা হয়েছে। বিডিএস ১৮৩৪:২০১১ নামে মোবাইল কীপ্যাড প্রমিত করা হয়েছে। এই প্রমিত কীবোর্ড অনুসারে মোবাইল ফোনের বাংলা কীবোর্ড থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ইন্টারনেটের বাংলা ডোমেইন নেম অনুমোদিত হয়েছে। সচিবালয় নির্দেশিকা অনুসারে ই-মেইল সরকারি কাজে ব্যবহার শুরু হয়েছে। সকল সরকারি কলেজে ই-মেইল ও ইন্টারনেট ব্যবস্থা প্রবর্তনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তবে এখন সময় হয়েছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা আপডেট করাসহ প্রচলিত আইনসমূহ সংশোধন করা।

আ. অবকাঠামো উন্নয়ন: ইন্টারনেটের প্রধানবাহন ব্যান্ডউইদথের প্রসার ঘটানো ছাড়াও এর দাম ২৭ হাজার টাকা থেকে ৮ হাজার টাকায় নামিয়ে আনা হয়েছে। ২০০৮ সালের ৪৪.৪ জিবি ব্যান্ডউইদথ এখন ২০০ জিবি হয়েছে। অন্যদিকে ব্যান্ডউইথ ক্যাপাসিটি বাড়ানোর পাশাপাশি বিকল্প আন্তর্জাতিক সংযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বেশ কয়েকটি টেরিস্টেরিয়াল সংযোগের লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে। এছাড়াও আরেকটি সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগ নেবার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। দেশের নিজস্ব স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের কাজ শুরু হয়েছে। দেশে প্রথমবারের মতো স্থাপন করা হয়েছে জাতীয় ডাটা সেন্টার। এটিই প্রথম থ্রি টায়ার সনদপ্রাপ্ত ডাটা সেন্টার যাতে সরকারের সকল ডিজিটাল ডাটা সংরক্ষণ করা যাবে। অচিরেই চীনা সহায়তায় ১৩০০ কোটি টাকার একটি অবকাঠামো প্রকল্পের কাজ শুরু হচ্ছে, যাতে ডাটা সেন্টারের সম্প্রসারণ ও নেটওয়ার্ক স্থাপনও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বাংলাদেশ শিক্ষা নেটওয়ার্ক নামে সরকার ৬৭৫ কোটি টাকার একটি নেটওয়ার্ক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এটি উচ্চশিক্ষার ডিজিটাল যুগের বাহন হতে পারে। সরকার বাংলা গভ নেটওয়ার্ক প্রকল্পের কাজ শুরু করেছে। ইনফোবাহন নামক আরেকটি নেটওয়ার্ক প্রকল্প সরকার বাস্তবায়ন করছে। এই দুটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে সরকারের সকল অংশ ফাইবার অপটিক্স নেটওয়ার্কের আওতায় আসবে। ঢাকার জনতা টাওয়ারে এসটিপি চালুর কাজ হচ্ছে। কালিয়াকৈরে হাইটেক পার্কের কাজ এগিয়েছে। আগামী বছরের মাঝে সেটিও চালু হতে পারে। এছাড়াও বিভাগীয় পর্যায়ে হাইটেক পার্ক স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

ই. জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছানো: বাংলাদেশের জন্য এটি একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন যে, আমরা এখন তথ্যপ্রযুক্তি সেবা প্রদান করার ক্ষেত্রে বিশ্বের দ্বিতীয় দেশ। ২০০৯ সাল থেকে এই সেবাখাতের এমন বিকাশ ঘটেছে যে, আমরা এজন্য আন্তর্জাতিকভাবে সম্মাননা পেয়েছি ও পুরস্কৃত হয়েছি। বাংলাদেশের মতো একটি দেশের এ ধরনের অর্জন মাইলফলক হিসেবেই গণ্য হতে পারে।

২০০৯ সালের পর সরকার জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছানোর অবিরাম সংগ্রাম করে যাচ্ছে। সরকার একদিকে আখ চাষীর পুর্জিকে ডিজিটাল করেছে, অন্যদিকে কৃষিতথ্য, স্বাস্থ্যতথ্য, শিক্ষাতথ্য, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি ও পরীক্ষার ফলাফলসহ অন্যান্য সেবা ইউনিয়ন ও ব্যক্তি পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে। দেশের ৪৫৯৮টি ইউনিয়নে ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র চালু হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে সরকার আইসিটি সামগ্রীর যোগান দিয়েছে এবং ১ জন পুরুষ ও ১ জন মহিলাকে উদ্যোক্তা ও আরও ২ জনকে বিকল্প উদ্যোক্তা হিসেবে নিয়োগ দিয়ে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করেছে। গড়ে ৪ জন হিসেবে এই খাতে প্রায় ১৮ হাজার কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে। এদের কেউ কেউ কেবল দেশের ভেতরের সেবাই প্রদান করছেনা-বাইরের দেশের আউটসোর্সিং-এর কাজ করছে। এরই মাঝে সকল জেলায় তৈরি হয়েছে জেলা তথ্য বাতায়ন ও জেলা ওয়ান-স্টপ সেবাকেন্দ্র। ওয়ান-স্টপ সেবা কেন্দ্র থেকে কোন ধরনের কালক্ষেপণ ও হয়রানি ছাড়া প্রদান করা হচ্ছে ভূমি সংক্রান্ত সেবা। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ৮০০ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে মোবাইল ও ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া হয়েছে। পোস্ট অফিসগুলোকেও ডিজিটাল সেবাদানকেন্দ্র হিসেবে রূপান্তর করা হয়েছে।

সরকার বিদ্যমান ভূমি রেকর্ড ডিজিটাল করার কাজ শুরু করেছে। একই সাথে কোরীয় সহায়তায় ডিজিটাল ভূমি জরিপের কাজ শুরু হয়েছে। ভূমি নিবন্ধন ডিজিটাল করার বিষয়েও কাজ শুরু হয়েছে। ২০০৯ সাল থেকেই এসএসসির ফলাফল মোবাইল এবং ইন্টারনেটে দেয়া ছাড়াও ই-মেইলে পাঠানো হয়েছে। বিদ্যুৎ, গ্যাস ও ফোন বিল মোবাইলে প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রেলের সময়সূচি মোবাইলে জানা যায়। রেলের টিকেটও মোবাইলে কেনা যায়। ই-টেন্ডার চালু হয়েছে। ব্যাঙ্কিং সেবা সম্পূর্ণভাবে ডিজিটাল হয়েছে। একই সাথে ব্যাঙ্কের চেক ক্লিয়ারেন্স ডিজিটাল হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাঙ্ক পেমেন্ট গেটওয়ের কাজ করছে। ব্যাঙ্কের ক্রেডিট রিপোর্ট অনলাইন হয়েছে।

পবিত্র কোরান শরীফের ডিজিটাল সংস্করণ তৈরী হয়েছে। এর ফলে পবিত্র কোরান শরীফ যেমন করে ডিজিটাল ফরমাটে পাওয়া যাচ্ছে তেমনি এর বাংলা ও ইংরেজি সংস্করণ এবং তার উচ্চারণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাওয়া যাচ্ছে।

তবে পুলিশ ও বিচারবিভাগের সেবাসহ, ভূমি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেবাসমূহ ডিজিটাল করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ও যথাযথ উদ্যোগ তেমনভাবে দৃশ্যমান হচ্ছেনা। বিষয়টি আরও ত্বরান্বিত হওয়া উচিত।

ঈ. ডিজিটাল শিক্ষা: প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের পাবলিক পরীক্ষার প্রচলন করা ছাড়াও বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদানের সরকারি সিদ্ধান্ত পুরো দেশের মানুষের প্রশংসা পেয়েছে। সরকার তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা ও শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বিষয়ে একটি নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে এবং তার বাস্তবায়নের জন্য ব্যাপক কর্মকান্ড গ্রহণ করেছে।

সরকারের হাতে শিক্ষার ডিজিটাল যাত্রার সবচেয়ে বড় যে প্রকল্পটি এখন বাস্তবায়িত হচ্ছে সেটি হলো: ২৩ হাজার ৩০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ল্যাপটপ ও প্রজেক্টর প্রদান করে স্মার্ট ক্লাশরুম গড়ে তোলা। ৩ হাজার ৫৬ কোটি টাকার এই প্রকল্পটি এখন বাস্তবায়নের জন্য গত ৭ এপ্রিল ১৩ শিক্ষামন্ত্রী সর্বশেষ চুক্তিটি স্বাক্ষর করা হয়েছে।

দেশের সর্বত্র শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে ইন্টারএ্যাকটিভ ও ডিজিটাল শিক্ষা কনটেন্টস তৈরীর প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। শিক্ষকেরা ডিজিটাল কনটেন্টস তৈরী করছেন এবং সেইসব তথ্যাবলী সকলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল শিক্ষার বাস্তব প্রয়োগ করা হয়েছে। অনেক

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল ক্লাশরুম চালু হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল ক্লাশরুম ডিজিটাল করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বিজয় ডিজিটাল নামক একটি প্রতিষ্ঠান প্রি স্কুল পর্যায়ের পাঠ্য বিষয়কে ডিজিটাল কনটেন্টে রূপান্তর করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠ্য বিষয়কে সফটওয়্যারে রূপান্তর করেছে। ২০১৩ সালে পাঠক্রম পরিবর্তন সমাপ্ত হলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিকসহ সকল স্তরের পাঠ্যপুস্তককে ডিজিটাল রূপান্তর করা হবে বলে আশা করা যায়। এরই মাঝে সরকার ৩ হাজারেরও বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব গড়ে তুলেছে। বিগত চার বছর যাবতই এই প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সরকার ২০১২ সাল থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীতে কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে। ২০১৩ সালে ৭ম শ্রেণীতে বিষয়টি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ২০১৪ সালে অষ্টম, ও ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীতে বিষয়টি বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। ২০১৫ সালে নবম-দশম শ্রেণীতে বিষয়টি বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। ঢাকার কাছে গাজীপুরে ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। শাহজালাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি, জাহাঙ্গীর নগর ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সীমিত পর্যায়ের ওয়াইম্যাক্স চালু করা হয়েছে। ২০১১ সাল থেকেই এনসিটিবির সকল পাঠ্যপুস্তক ইন্টারনেটে পাওয়া যাচ্ছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারি বেসরকারি গ্রন্থাগারের ব্যবস্থাপনা ডিজিটাল করার পাশাপাশি ডিজিটাল লাইব্রেরি ও ই-তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলা হচ্ছে, যা শিক্ষার্থীদের জ্ঞান অর্জনের সহায়ক হয়েছে। শিশুশিক্ষাকে ডিজিটাল করার পাশাপাশি ডিজিটাল ক্লাশরুম গড়ে তোলা হচ্ছে। তবে শিক্ষাব্যবস্থা ডিজিটাল করার ক্ষেত্রে নীতি ও কর্মপন্থার বিষয়টি এখনও সম্পূর্ণভাবে মীমাংসিত নয়। এ বিষয়ে যথাযথ সমন্বয় করা প্রয়োজন।

গ. ডিজিটাল জীবনধারার সূচনা: আমাদের দেশের মানুষের হাতে ডিজিটাল ডিভাইস বেশ দ্রুত গতিতে পৌঁছাচ্ছে। দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠীর হাতে মোবাইল ফোন আছে। আছে ইন্টারনেট এবং আরও ডিজিটাল প্রযুক্তি। এখন মানুষ যে পরিমাণ কাগজে যোগাযোগ করে তার চাইতে অনেক বেশি যোগাযোগ করে ইন্টারনেটে। স্কাইপের মতো এ্যাপ্লিকেশন দিয়ে ভিডিও কনফারেন্সিং করা বা কথা বলা খুবই সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। ফেসবুকের মতো সামাজিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হয়েছে। আমরা এরই মাঝে ই-কমার্স, মোবাইল কমার্স ও মোবাইল ব্যাঙ্কিং'র যুগে প্রবেশ করেছি। সাম্প্রতিক কালে অনলাইন কাজকর্ম এতোই জনপ্রিয় হয়েছে যে আমরা শাহবাগের গণ জাগরণের পেছনে এসব কাজকর্মকে দেখতে পাচ্ছি।

ঘ. সর্বজনীন সংযুক্তির প্রসার: দেশে এখন ৪র্থ জেনারেশনের ইন্টারনেট সেবা বা ওয়াইম্যাক্স রয়েছে। অন্তত দুটি প্রতিষ্ঠান ঢাকা, বিভাগীয় শহর ও কোন কোন জেলা শহরে এই সেবা প্রদান করছে। থ্রিজির প্রসার হচ্ছে। মোবাইলে ইন্টারনেট ব্যবহার ব্যাপকহারে বেড়েছে। প্রায় তিন কোটি মানুষ এখন ইন্টারনেট ব্যবহার করে। তবে, এই হার আরও বহুগুণ বেড়ে যাবে যখন আমরা থ্রিজি বা ৪জি মোবাইলের যুগে ব্যাপকভাবে পৌঁছাবো।

আশা করা যায়, আমরা হয়তো ২০২১ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবো না, হয়তো তার আগেই আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবে।

এসএমই খাত প্রসারিত হচ্ছে

চলতি অর্থবছরে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প (এসএমই) খাতে ৭৪ হাজার ১৮৬ কোটি ৮৭ লাখ টাকা ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে এপ্রিল জুন প্রান্তিকে ২২ হাজার ৪৯৬ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। জানুয়ারী-মার্চ প্রান্তিকে এ ঋণ বিতরণ করা হয়েছিল ১৯ হাজার ৩৫২ কোটি টাকা যা দ্বিতীয় প্রান্তিকে ১৬.২৫ শতাংশ বেশী ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। উভয় প্রান্তিকে মোট ৪২ হাজার ৮৪৮ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৫৮ শতাংশ। এর মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে ১১ হাজার ৬৮৯ কোটি টাকা এবং ব্যবসা খাতে ২৭ হাজার ৭৬৩ কোটি টাকা। মোট বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে ১৪৯২ কোটি টাকা নারী উদ্যোক্তাগণের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার প্রবর্তন

জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্প খাতের অবদানের স্বীকৃতি প্রদান, প্রণোদনা সৃষ্টি এবং সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করার উদ্যেশ্যে প্রতিবছর শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার প্রদানের লক্ষ্যে "রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার সংক্রান্ত নির্দেশাবলী ২০১৩" প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

শিল্প ক্ষেত্রে অবদান বিবেচনা করে বৃহৎ, মাঝারি, ক্ষুদ্র, মাইক্রো, কুটির এবং হাইটেক শিল্পের সাথে জড়িত শিল্প উদ্যোক্তা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার প্রদান করা হবে। জাতীয় শিল্পনীতি-২০১০ এ শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী বৃহৎ, মাঝারি, ক্ষুদ্র, মাইক্রো, কুটির এবং হাইটেক শিল্প চিহ্নিত করা হবে। এক্ষেত্রে মোট ছয় ক্যাটাগরি শিল্পের প্রতিটিতে তিন জন করে মোট ১৮ জন শিল্প উদ্যোক্তা/শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিবছর এ পুরস্কার পাবে।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উদ্যোক্তাদের অনলাইনে সেবা প্রদান

দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের উদ্যোক্তাদের অনলাইনে সেবা-সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের (বিসিক)'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য 'ইউজার লেভেল অনলাইন সার্ভিস' প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। শিল্পোদ্যাক্তাদের বিসিক শিল্পনগরীতে প্লট প্রাপ্তি, শিল্প ইউনিটের রেজিস্ট্রেশন এবং উদ্যোক্তা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত আবেদন অনলাইনে প্রদানের সুযোগ দিতে এ প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। ২ জুন ২০১৩ মতিঝিলে প্রধান কার্যালয়ে বিসিক চেয়ারম্যান শ্যামসুন্দর সিকদার প্রধান অতিথি হিসেবে প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করেন। এ সময় বিসিক পরিচালনা পর্ষদের সদস্যসহ সরকারি উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বিসিক চেয়ারম্যান ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের উন্নয়নে উদ্যোক্তাদের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বিসিকের অনলাইনসার্ভিস সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আশা প্রকাশ করেন। তিনি ই-প্রযুক্তিকে আরও ব্যাপকভাবে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে এ ধরণের প্রশিক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে বক্তারা শিল্পসমৃদ্ধ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দক্ষ মানবসম্পদের কোন বিকল্প নেই বলেও অভিমত ব্যক্ত করেন।

সরকারি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মত বিসিক প্রদত্ত বিভিন্ন সেবাগুলোর মধ্যে উল্লিখিত ৩টি সেবাকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে 'এ টু আই প্রকল্পের' আওতায় কুইক উইন (Quick Win) ভুক্ত করা হয়। এসব সেবা বিসিক এতদিন গতানুগতিক পদ্ধতিতে প্রদান করে আসছিল। এখন ঘরে বসেই উদ্যোক্তারা বিসিকের এসব সেবা নিতে পারবেন।

শিল্পবার্তা

বর্ষ ২ ॥ সংখ্যা ৪ ॥ ২৫ আশ্বিন ১৪১৭ ॥ ১০ অক্টোবর ২০১০

দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করছেন শিল্পমন্ত্রী দিলীপ বড়ুয়া এবং রুশ রাষ্ট্রদূত Mr. Alexander A. Nikolaev

* [illegible]
* [illegible]
* [illegible]

পৃষ্ঠা ১২

* ডিজিটাল বাংলাদেশ

পৃষ্ঠা ১৩

* ডিজিটাল বাংলাদেশ

পৃষ্ঠা ১৪

* এসএমই খাত প্রসারিত হচ্ছে
* রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার প্রবর্তন
* অনলাইনে সেবা প্রদান

পৃষ্ঠা ১৫

শিল্পবার্তা
বর্ষ ২
সংখ্যা ৪
২৫ আশ্বিন ১৪১৭
১০ অক্টোবর ২০১০

আমাদের কথা

সমগ্র বিশ্ব যখন অর্থনৈতিক মন্দাক্রান্ত হয়ে নিজের অস্তিত্ব সংরক্ষণে ব্যস্ত, ঠিক তখন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অর্জন ইতিবাচক। বাংলাদেশের শিল্পখাত এ অর্জনকে বহুলাংশে সমৃদ্ধ করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে প্রাপ্ত বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান তার প্রমাণ। অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হলো Surplus Balance of Payment. বাংলাদেশ ব্যাংকের সূত্র মতে, বিগত অর্থ বছরে trade deficit হ্রাস পাওয়ায় ৫.১২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার Surplus Balance of Payment হয়েছে। এ বিশাল উদ্বৃত্ত অর্জন সম্ভব হয়েছে পরিমিত রপ্তানি বৃদ্ধি এবং নিম্ন প্রবৃদ্ধির আমদানির কারণে। বিগত অর্থ বছরে আমদানি বেড়েছে ০.৮০% এবং রপ্তানি বেড়েছে ১০.৭৪%। এর ফলে trade deficit ২৪.৭৮% হতে হ্রাস পেয়ে ৭.০১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। এ সময়ে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (FDI) ৯% এবং বৈদেশিক সাহায্য ৩৭% বৃদ্ধি পেয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে, যা প্রায় ৬ মাসের আমদানি মূল্য পরিশোধ করার জন্য যথেষ্ট। এরূপ একটি বিশাল অর্জনের পেছনে রয়েছে শিল্প খাতের ভূমিকা। GDP তে শিল্প সেক্টরের অবদান প্রায় ৩১ ভাগ। ১৯৭০ সালে যা ছিল ১১ ভাগ। দেশে রপ্তানি আয় এবং Surplus Balance of Payment সুসংহত করার লক্ষ্যে শিল্প খাতের আরো প্রসার প্রয়োজন।

বাংলাদেশের শিল্পখাতের দ্রুত প্রসারের জন্য ইতোমধ্যে শিল্পবান্ধব নীতিমালা প্রণীত হয়েছে। উৎসাহিত করা হচ্ছে বেসরকারি খাতকে। এর ইতিবাচক ফলাফল ক্রমেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে অর্থনীতিতে। আশা করা যাচ্ছে, শিল্পায়নের চলমান অগ্রগতির ধারা ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকবে। মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার আকাংখা নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই অনিবার্যভাবে পূরণ হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

শিল্পবার্তা প্রকাশনার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ভবিষ্যতে শিল্পবিষয়ক বিভিন্ন রচনা শিল্পবার্তায় প্রকাশের জন্য পাঠাতে সবশ্রেণির লেখকদের আহ্বান জানাচ্ছি।

সম্পাদনা পরিষদ

প্রকাশনায় : শিল্প মন্ত্রণালয়, শিল্প ভবন
৯১ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা- ১০০০
E-mail : shilpabarta.moind@gmail.com
Web : www.moind.gov.bd

ডিজাইন ও মুদ্রণ পড়ুয়া ০১৭১৯১৫২৫২৯